

ریاض الصالحین

রিয়াদুস সালেহীন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল

আল্লামা ইমাম নববী (র.)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুরআন মহল

২০ নং আদর্শ পুস্তক বিপন্নী	*	৬৬, প্যারিদাস রোড
বায়তুল মোকাররম	*	বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ঢাকা - ১০০০	*	ফোনঃ ৭১১১৫৫৭

অনুবাদকের আরজ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذى بعث نبيه محمداً ﷺ الرؤوف الرحيم وهادى إلى صراط المستقيم والداعى إلى دين الإسلام القويم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى أله وأصحابه وسائر علماء الدين الصالحين .

হাদীস মানব জাতির অমূল্য সম্পদ। বিশেষতঃ মুসলিম উমাহর জন্য আলোক-বর্তীকা, ইহকাল ও পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা। মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম জীবন আদর্শ জানতে হলে এবং এবং জীবনের সকল স্তরে তা বাস্তবায়ন করতে হলে হাদীস অধ্যয়ন অপরিহার্য। কেননা, মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন মাঝেই আমাদের জন্য উন্নতর ও সুন্দরতম আদর্শ রেখেছেন। এ আদর্শকে জানতে হলে হাদীস গ্রন্থ পড়তে হবে ও বুঝতে হবে।

হাদীসের জ্ঞান ভাণ্ডার বিশাল। বছরের পর বছর অধ্যয়ন করেও এ বিরাট ও বিশাল ভাণ্ডার থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জ্ঞান চয়ন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম অকুণ্ঠ পরিশ্রম করে পরবর্তী উস্মাতের জন্য বিষয়ভিত্তিক হাদীস বিন্যাস করে উস্মাতের জন্য বিরাট খেদমত আঞ্চাম দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম জায়া দান করুন।

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর বিশ্বখ্যাত ও অমূল্য “রিয়াদুস সালেহীন” গ্রন্থখানা উস্মাতে মুসলিমার জন্য অনন্য উপহার। দীর্ঘদিন পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি বিষয়ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। পবিত্র কুরআনের সাথে হাদীসের যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান তা বুরানোর জন্য তিনি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের প্রথমেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত সংযুক্ত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ও প্রদান করেছেন। সারা বিশ্বময় এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পঞ্চিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর বহু ভাষায় গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে।

বাংলা পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ভাষা। বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রয়োজন অনুভব করে “রিয়াদুস সালেহীন” -এর মত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করা। আল্লাহ তাঁয়ালা আমাদের এ শ্রম ও প্রচেষ্টা করুন। আমীন !

গ্রাম ও ডাকঘর : উয়ারুক

থানা : শাহরাস্তি

জেলা : চাঁদপুর।

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর জীবনী

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

বিশ্বখ্যাত হাদীস প্রষ্ঠ ‘রিয়াদুস সালেহীন’-(رياض الصالحين)-এর রচয়িতা হলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, বহু প্রষ্ঠের লেখক, জগৎ বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইমাম নববী (র.)। তাঁর নাম হলো, শেয়খ মুইউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহুইয়া ইবন শারফ আল-নাববী আল-দামেশ্কী (র.)। তাঁর ডাকনাম আবু যাকারিয়া, মূলনাম ইয়াহুইয়া এবং লক্ব-উপাধি মুইউদ্দীন।

৬৩১ হিজরীর ৫ই মুহাররামে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্কের নিকটবর্তী নাববী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭৬ হিজরীর রজবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি মাত্র ৪৫ বছর জীবিত ছিলেন। এ মহান ব্যক্তি শৈশব থেকেই অত্যন্ত ভদ্র, শান্তশিষ্ট ছিলেন। কৈশোরেই পবিত্র কুরআন হিফয সম্পর্ক করেন। তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি, প্রতিভা ও জ্ঞান অব্বেষণের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর শিক্ষকগণকে আকৃষ্ট করেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস, নাহ, সারফ, মানতিক, ফিক্হ ও উস্লে ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীস ও ফিকহে তিনি আঘার খোরাক বেশী পেতেন। তাঁর সৌভাগ্য তিনি সে কালের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আলেম ব্যক্তিদের সামিধ্য লাভ করেছেন। এবং জ্ঞান আহরণের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তিনি উন্নত চরিত্র, তাকওয়া ও অনাড়ুন্বর জীবন যাপন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে অত্যন্ত সাধারণ আহার করতেন, মোটা কাপড় পরতেন এবং সারা জীবন কৃকৃষ্ণ সাধনায় কাটান। তিনি সকলের নিকট ছিলেন গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। জীবনে কখনো অর্থ, সম্মান, পদ ও ক্ষমতার পেছনে ছোটেন নি। কারো থেকে দান প্রহরণ করেন নি। সারা জীবন ইল্মের প্রচার ও প্রসারে এবং ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

ইমাম নবৰী (র.)-এর রচিত গ্রন্থের মধ্যে :

১. كتاب الإيمان (বুখারী শরীফের কিতাবুল ইমানের ব্যাখ্যা)
২. المنهج في شرح مسلم ابن الحاجج (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)
৩. رياض الصالحين (রিয়াদুস সালেহীন)
৪. كتاب الروضة (কিতাবুর রাওদাহ)
৫. شرح المذهب (শারভুল মুহায়য়াব)
৬. تهذيب الأسماء والصفات (তাহ্যীবুল আসমাই ওয়াস সিফাত)
৭. كتاب الأذكار (কিতাবুল আয়কার)
৮. إلرشداد في علوم الحديث (আল-ইরশাদ ফী উল্মিল হাদীস)
৯. كتاب المبهمات (কিতাবুল মুবহামাত)
১০. شرح صحيح البخاري (বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)
১১. شرح سنن أبي داؤد (আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)
১২. طبقات فقهاء الشافعية (তাবাকাতু ফুকাহাইশু শাফিয়া)
১৩. الرسالة في قسمة الغنائم (আর-রিসালাতু ফী কিসমাতিল গানাইম)
১৪. ألفتاوى (আল-ফাতাওয়া)
১৫. جامع السنّة (জামিউস সুন্নাহ)
১৬. خلاصة الأحكام (খুলাসাতুল আহকাম)
১৭. مناقب الشافعى (মানাকিরুশ শাফিয়া)
১৮. بستان العارفين (বুসত্তানুল আরিফীন)
১৯. رسالة الاستحباب القيام لأهل الفضل (রিসালাতুল ইসতিহবাবুল কিয়ামুলি আহলিল ফায়লি) ।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	
অনুচ্ছেদ :	মহান আল্লাহর ভয়	১
অনুচ্ছেদ :	মহান আল্লাহর উপর আশা-ভরসা	৮
অনুচ্ছেদ :	মহান আল্লাহর কাছে আশা ও সুধারণার ফয়েলত	২৭
অনুচ্ছেদ :	মহান আল্লাহর প্রতি ভয়ঙ্গিত ও আশা-ভরসা একত্রিত হওয়া	২৮
অনুচ্ছেদ :	মহান আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা ও তাঁকে ভালোবাসা	৩০
অনুচ্ছেদ :	দরিদ্র জীবন্যাপন, সৎসারে অনাসক্তি এবং পূর্ণিব বস্তু কম অর্জনের উৎসাহ প্রদান এবং দারিদ্রতার ফয়েলত	৩৫
অনুচ্ছেদ :	অনাহারে থাকার ফয়েলত ও সৎসারে নিরাসক্ত জীবন যাপন, খাদ্য, পানীয় ও পোষাক আশাকে অঙ্গে তুষ্টি এবং প্রবৃত্তির গোলামী থেকে বিরত থাকা	৪৯
অনুচ্ছেদ :	অঙ্গে তুষ্টি হওয়া ও চাওয়া থেকে বিরত থাকা এবং জীবন যাপন ও সৎসার খরচে মধ্যম পথ অবলম্বন করা এবং প্রয়োজন ছাড়া কারোর কাছে চাওয়ার নিদা	৬৮
অনুচ্ছেদ :	না চেয়ে ও লোভ না করে কোনো কিছু গ্রহণ করা বৈধ	৭৫
অনুচ্ছেদ :	নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং ভিক্ষে করা থেকে দূরে থাকা এবং দান খয়রাত করার জন্য অগ্রবর্তী হওয়া	৭৬
অনুচ্ছেদ :	কল্যাণকর কাজেও আল্লাহর প্রতি আস্থা রেখে খরচ করা এবং দানশীলতা ও বদান্যতা	৭৭
অনুচ্ছেদ :	কৃপণতা ও সংকীর্ণতা নিষিদ্ধ	৮৫
অনুচ্ছেদ :	ত্যাগ ও অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া	৮৫
অনুচ্ছেদ :	পরকালীন জিনিসের আগ্রহ ও তার কল্যাণের আশা করা	৮৯
অনুচ্ছেদ :	শোকরগ্ন্যার ধনীর মাহাত্ম্য যিনি ধন অর্থ ও ব্যয় করেন আল্লাহর উদ্দেশ্য এবং তাঁর নির্দেশ মতে	৯০
অনুচ্ছেদ :	মৃত্যু শ্মরণ ও আশাকে ক্ষুদ্র রাখা	৯২
অনুচ্ছেদ :	পুরুষের জন্য কবর যিয়ারাত করা ও তার দু'আ	৯৭
অনুচ্ছেদ :	বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা করা দোষনীয়। তবে দীন ও ঈমানী ফিতনার আশংকায় কামনা করতে দোষ নেই	৯৮
অনুচ্ছেদ :	পরহেয়গারী ও সন্দেহমূলক জিনিস পরিহার করা	১০০
অনুচ্ছেদ :	যাবতীয় অন্যায় থেকে দূরে থাকা এবং যুগ মানুষের ফিত্না ও দীন সম্পর্কে ভীতি এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার আশংকা ইত্যাদি	১০৮
অনুচ্ছেদ :	মানুষের সাথে মেলামেরার মাহাত্ম্য কল্যাণের মজলিসে হাযির হওয়া রোগীর পরিচর্যা করা, জানায়ায় শরিক হওয়া, অভাবীর সাহায্যে এগিয়ে আসা, অঙ্গদের সঠিক পথ প্রদর্শনে সহায়তা করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা, অন্যকে কষ্ট না দেয়া এবং কষ্ট পেয়েও দৈর্ঘ্য অবলম্বন করা ইত্যাদি	১০৬
অনুচ্ছেদ :	মু'মিনদের সাথে বিনয় ও ন্যূনতা সুলভ ব্যবহার করা	১০৬
অনুচ্ছেদ :	অহংকার ও অত্যপৌরীতির অবৈধতা	১১০
অনুচ্ছেদ :	হস্তে খুল্ক- সচরাইত্ব সম্পর্কে	১১৪

বিষয়

অনুচ্ছেদ	সহনশীলতা, ধীর-স্থিরতা ও কোমলতা	পৃষ্ঠা ১১৮
অনুচ্ছেদ	ক্ষমা করে দেয়া ও অঙ্গমূর্যদের স্বত্ত্বে এড়িয়ে চলা	১২১
অনুচ্ছেদ	দুঃখ-কষ্টে সহনশীল হওয়া	১২৪
অনুচ্ছেদ	শ্রী'আতের বিধান লংঘনের বেলায় ক্রোধ প্রকাশ করা ও মহান আল্লাহর দীনের সাহায্য করা	১২৫
অনুচ্ছেদ	প্রজাদের প্রতি শাসক গভর্নরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের কল্যাণ কামনা, তাদের প্রতি ভালবাসা, তাদের ধোকা না দেওয়া, কঠোরতা প্রদর্শন না করা। তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে গাফিল না হওয়া	১২৮
অনুচ্ছেদ	ন্যায়নিষ্ঠ শাসক	১৩১
অনুচ্ছেদ	আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী নাহলে শাসকের জ্ঞানুগত্য কথা ওয়াজিব এবং আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানীর ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা হারাম	১৩৩
অনুচ্ছেদ	রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক হওয়ার জন্য প্রার্থী না হওয়া	১৩৭
অনুচ্ছেদ	শাসক বিচারকদের ভাল সভাসদ ও কর্মকর্তা নিয়োগের উৎসাহ দান এবং অসংবেদের দমন	১৩৯
অনুচ্ছেদ	যে ব্যক্তি কোন পদের প্রার্থী হয় তাকে পদ দেয়ার নিষেধাজ্ঞা	

অধ্যায় : শিষ্টাচার

অনুচ্ছেদ	লজ্জাশীলতা ও তার মহাত্ম এবং চরিত্র গঠনের উৎসাহ প্রদান	পৃষ্ঠা ১৪১
অনুচ্ছেদ	গোপন বিষয় রক্ষা করা অর্থাৎ প্রকাশ না করা	১৪২
অনুচ্ছেদ	ওয়াদা-প্রতিশ্রূতি পালন করা এবং ওয়াদা রক্ষা করা	১৪৬
অনুচ্ছেদ	কোন ভাল কাজের অভ্যাস পরিত্যাগ না করা	১৪৭
অনুচ্ছেদ	সাক্ষাতে হাসিমুখে কথা বলা ও কোমল ব্যবহার করা	১৪৮
অনুচ্ছেদ	শ্রোতার বোঝার সুবিধার্থে কোন কথা একাধিকার বার বলা ও ব্যাখ্যা করা	১৪৯
অনুচ্ছেদ	সংগীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে শ্রোতাদের নিরব করা	১৫০
অনুচ্ছেদ	ওয়াজ নথিত করা ও তাতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা	
অনুচ্ছেদ	ভাব-গঞ্জীরতা ও ভারিক্তীপনা	১৫২
অনুচ্ছেদ	নামায, জ্ঞানার্জন ও যাবতীয় ইবাদতে গান্ধির্যতা ও ধীর-স্থিরতা বজায় রাখা	১৫৩
অনুচ্ছেদ	মেহমানের সাদর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করা	১৫৪
অনুচ্ছেদ	সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দেয়া সম্পর্কে	১৫৬
অনুচ্ছেদ	সংগীকে বিদায় দেয়া, বিদায়কালে পরম্পরারের জন্য দু'আ ও অসিয়ত করা	১৬২
অনুচ্ছেদ	ইস্তিখারা ও পরামর্শ করা	১৬৬
অনুচ্ছেদ	ঈদগাহ, ঝুঁগী দেখা, হাজ্জ, জিহাদ, জানায়ার নামায ও অনুরূপ কাজে যাওয়া ও আসায় পৃথক পৃথক রাস্তা অবলম্বন করা	১৬৭
অনুচ্ছেদ	সকল ভাল কাজ ডান হাত দিয়ে শুরু করা (যেমন- অয়, গোসল, তায়াস্তুম, কাপড়, জুতা, মোজা, পায়জামা পরিধান, মসজিদে প্রবেশ করা, মিসওয়াক, সুরমা লাগানো, নখ কাটা, গেঁফ ছাটা, বগল পরিক্ষার, মাথা মুভানো, নামাযে সালাম ফিরানো, পানাহার, মুসাফাহা, কাবায় রক্ষিত হাজারে আসওয়াদ চুম্বন, পায়খানা থেকে বের হওয়া, আদান-প্রদান	

বিষয়

ইত্যাদিতে। অবশ্য উল্লেখিত কাজগুলোর বিপরীতে বাম হাত ব্যবহার মুস্তাহাব। যেমন- থুথু, নাকের শেমা, পায়খানায় প্রবশে মসজিদে থেকে বের হওয়া, জুতাও মোজা খোলা, পারজামা ও পোষাক খোলা, ইসতিনজা এবং ময়লায়ুক্ত ইত্যাদি কাজ)

১৬৮

অধ্যায় ৩ আহারের শিষ্টাচার

অনুচ্ছেদ	খাবার শুরুতে বিস্মিল্লাহ ও শেষে আল হামদুল্লাহ বলা	১৭১
অনুচ্ছেদ	খাদ্যের বদনাম না করা ও খাদ্যের প্রশংসাঙ্করা	১৭৪
অনুচ্ছেদ	রোগাদারের সামনে খাবার এলে কি করতে হবে	১৭৪
অনুচ্ছেদ	যাকে দাওয়াত দেয়া হয় তার সাথে আরেক জন এলে	১৭৫
অনুচ্ছেদ	নিজের সামনে থেকে খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ার আদার শেখানো	১৭৫
অনুচ্ছেদ	সংগীদের অনুমতি ছাড়া দুই খেজুর একত্রে খাওয়া	১৭৬
অনুচ্ছেদ	খেয়ে তংশ হতে না পারলে কি করতে হবে	১৭৬
অনুচ্ছেদ	পাত্রের একপাশ থেকে খাওয়া, মাঝখান থেকে খাওয়া নিষেধ	১৭৭
অনুচ্ছেদ	হেলান দিয়ে খানা খাওয়া	১৭৮
অনুচ্ছেদ	তিন আংগুলে খাওয়া ও বরতন চেটে খাওয়া ইত্যাদি	১৭৮
অনুচ্ছেদ	খানায় অধিক সংখ্যক হাতের সমাবেশ হওয়া বা সবাই মিলে খাওয়া	১৮০
অনুচ্ছেদ	পানি পান করার শিষ্টাচার ও তিন দমে পান পান করা পান পাত্রের বাইরে নিষ্পাস ফেলা, পাত্রে নিষ্পাস না ফেলা, পান পাত্র ডান দিকের ব্যক্তিকে দেয়া	১৮১
অনুচ্ছেদ	মশুক ইত্যাদিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা মাকরহ, অবশ্য তা হারাম নয়	১৮২
অনুচ্ছেদ	পান করার পানিতে ফুঁ দেয়া অনুচিত	১৮৩
অনুচ্ছেদ	দাঁড়িয়ে পানি পান করা জায়িয হওয়া, অবশ্য পূর্ণসঙ্গ ও ফয়লত পূর্ণ পান হয় বসে	১৮৩
অনুচ্ছেদ	যে পান করায় সবার শেষে তার পান করা	১৮৫

অধ্যায় ৪ পোষাক পরিচ্ছদ

অনুচ্ছেদ	সাদা কাপড় পরা ভাল; লাল, সবুজ, হলুদ ও কালো রংয়ের কাপড় পড়া জায়িয়; রেশম ছাড়া সুতী, উলী, পশমী ইত্যাদি যাবতীয় কাপড় পরিধান করা জায়িয	১৮৭
অনুচ্ছেদ	জামা পরা ভালো বা মুস্তাহাব	১৯০
অনুচ্ছেদ	জামাও আস্তিন কিরুপ হতে হবে জামাও আস্তিনের পরিমাণ। তহবল ও পাগড়ির সীমা এবং অহংকার বশতঃ কাপড় জুলিয়ে দেয়া হারাম	১৯১
অনুচ্ছেদ	বিনয়-নম্রতার জন্য উন্নত পোষাক পরিহার করা	১৯৭
অনুচ্ছেদ	পোষাক-পরিচ্ছদ মধ্যম পাঞ্চ অবলম্বন করা	১৯৮
অনুচ্ছেদ	পুরুষের জন্য রেশমের কাপড় ব্যবহার করা, তার উপর বসা হারাম, অবশ্য মহিলার জন্য জায়িয	১৯৮
অনুচ্ছেদ	খুজলী-পাঁচড়া ওয়ালার জন্য রেশম ব্যবহার জায়িয	২০০
অনুচ্ছেদ	চিতাবাঘের চামড়ার উপর বসা ও তার উপর সাওয়ার হওয়া নিষেধ	২০০
অনুচ্ছেদ	নতুন কাপড়-জুতা ইত্যাদি পরিধান করার দু'আ	২০১
অনুচ্ছেদ	কাপড় পরতে ডান দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব	২০১

বিষয়

পৃষ্ঠা

অধ্যায় : শুমের শিষ্টাচার

অনুচ্ছেদ :	স্মৃতি, শোয়া, বসার শিষ্টাচার	২০২
অনুচ্ছেদ :	চিৎ হয়ে শোয়ার বৈধতা এবং সতর উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা ন্যূ থাকলে এক পায়ের ওপর আর এক পা তুলে দেওয়ার অনুমতি। আর আসন পিঁড়ি দিয়ে ও উঁচু হয়ে বসার বৈধতা	২০৪
অনুচ্ছেদ :	মজলিসে ও একত্রে বসার শিষ্টাচার	২০৬
অনুচ্ছেদ :	স্বপ্ন ও এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী	২১০

অধ্যায় : সালাম করা

অনুচ্ছেদ :	সালামের মাহাত্ম ও তা সম্প্রসারিত করা নির্দেশ	২১৩
অনুচ্ছেদ :	সালামের পদ্ধতি ও অবস্থা	২১৬
অনুচ্ছেদ :	সালামের আদাব-শিষ্টাচার	২১৮
অনুচ্ছেদ :	একই সময় কারো সাথে বারবার সাক্ষাৎ হলে তাকে বারবার সালাম করা মুস্তাহাব, যেমন কারোর কাছে গিয়ে ফিরে আসা হলো সংগে সংগে আবার যাওয়া হলো অথবা দু'জনের মধ্যে গাছের বা অন্য কিছুর আড়াল সৃষ্টি হলো	২১৮
অনুচ্ছেদ :	গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম করা মুস্তাহাব	২১৯
অনুচ্ছেদ :	শিশু-কিশোরদের সালাম করা	২২০
অনুচ্ছেদ :	স্বামীর স্ত্রীকে সালাম করা, নারীর মাহুরাম পুরুষদের সালাম করা এবং ফিন্নার আশংকা না থাকলে অপরিচিত মেয়েদের সালাম করা এবং	২২০
অনুচ্ছেদ :	কাফিরকে প্রথমে সালাম করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং তাদের জবাব দেবার পদ্ধতি। আর যে মজলিসে মুসলমান ও কাফের উভয়ই থাকে তাকে সালাম করা মুস্তাহাব	২২০
অনুচ্ছেদ :	কোনো মজলিস বা সাথী থেকে বিদায় নেবার জন্য দাঁড়িয়ে সালাম করা মুস্তাহাব	২২১
অনুচ্ছেদ :	অনুমতি নেয়া এর নিয়ম-পদ্ধতি	২২২
অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি অনুমতি চায় তাকে যখন জিজেস করা হয় তুমি কে? সুন্নাত পদ্ধতি হচ্ছে এর জবাবে যেন যে বলে : আমি উমুক, সে যেন নিজের নাম বা ডাকনাম ইত্যাদি বলে আর যেন আমি বা এ ধরনের অস্পষ্ট কিছু না বলে	২২২
অনুচ্ছেদ :	হাঁচি দানকারী ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বললে তার জবাব দেয়া মুস্তাহাব এবং ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ না বললে জবাব দেয়া মাকরহ। আর হাঁচি দেয়া, হাঁচির জবাব দেয়াও হাঁচি তোলার নিয়ম-পদ্ধতি	২২৪
অনুচ্ছেদ :	কারো সাথে সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা এবং হাসিমুখ হওয়া আর নেক লোকের হাতে চুমা দেয়া, নিজের ছেলেকে সমেহে চুমা দেয়া এবং সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর সাথে গলাগলি ধরা মুস্তাহাব ও মাথা নোয়ানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা	২২৫
		২২৭

لِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ الْخَوْفِ

অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর ভয়।

মহান আল্লাহর বাণী:

وَإِيَّاَيْ فَارْهَبُونَ (البقرة : ٤٠)

“আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।” (সূরা বাকারা : ৪০)

إِنْ بَطْشَ رَبَكَ لَشَدِيدٌ (البروج : ١٢)

“তোমার রবের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর।” (সূরা বুরজ : ১২)

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقَرَى وَهِيَ طَالِمَةٌ إِنْ أَخْذَهُ أَبِيمٌ شَدِيدٌ إِنْ
فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ
يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخْرُهُ إِلَّا لِجِلْ مَعْدُودٍ يَوْمٌ يَاتٌ لَا تَكَلُّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
(هো : ১০২ - ১০৬)

“যখন কোনো জনপদের অধিবাসীরা যুলুম করে, তখন তোমার রবের পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক, অতিশয় কঠোর। আর এসব ঘটনায় তার জন্য বড় উপদেশ বিদ্যমান, যে পরিকালের আঘাতকে ভয় করে। সেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে; এবং তা হলো সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি তো অতি সমান্যকালের জন্য অবকাশ দিয়ে রেখেছি। সেদিন কারো কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথা ও বলতে পারবে না। কাজেই তাদের মধ্যে কতক তো হবে দুর্ভাগ্য এবং কতক হবে সৌভাগ্যবান। আর যারা দুর্ভাগ্য হবে, তারা তো আগন্তে পতিত হবে; তার মধ্যে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ (শ্রূত) হতে থাকবে।” (সূরা হুদ : ১০২ - ১০৬)

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ (آل عمران : ٢٨)

“আর আল্লাহ তোমাদের তাঁর সভার ভয় দেখান।” (সূরা আলে ইমরান : ৩০)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَصَاحِبِتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ أُمْرٍ
مِّنْهُمْ يُؤْمِنُ شَانٌ يُغْنِيهِ (عِيسَى : ٣٤-٣٧)

“সেদিন মানুষ তার ভাই থেকে, তার মা-বাপ ও শ্রী-পুত্র পরিজন থেকে পলায়ন করবে। তাদের প্রত্যেকেই একুশ ব্যস্ততা হবে যে, কেউ অন্য কারো দিকে মানোয়েগী হতে পারবে না।” (সূরা আবাসা : ৩৪-৩৭)

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَرَوْنَهَا
تَذَهَّلُ كُلُّ مُرْضَعَةٍ عَمًا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُّ كُلُّ ذَاتٍ حَمَلَ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ
سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (الحج : ٢٠-١)

“হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে কিয়ামতের ক্ষেপন ভীষণ ব্যাপার হবে। সেদিন দেখতে পারে স্তন্যপায়ীনী নারীরা তাদের স্তন্যপায়ী সন্তানদের ভুলে যাবে এবং সকল গর্ভবতী নারী গর্ভপাত করবে। আর মানুষকে দেখতে পাবে নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো, অথচ তারা মাতাল নয়; অধিকস্তু আল্লাহর আয়ার অত্যন্ত কঠোর।” (সূরা হজ্জ : ১-২)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (الرحمن : ٤٦)

“আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য দু'টি উদ্যান থাকবে।” (সূরা আর রহমান : ৪৬)

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَغْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قُولُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا
مُشْفِقِينَ فَمَنِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَاتَنَا عَذَابَ السَّمُومِ، إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِ نَدْعُوهُ
إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (الطور : ٢٨-٢٥)

“আর তারা (বেহেশতে) একে অন্যের দিকে মুখামুখী হয়ে কথাবার্তা বলবে। তারা বলবে, আমরা তো ইতিপূর্বে নিজেদের গ্রহে বড়ই ভীত থাকতাম। আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের দোষখের উষ্ণ আয়ার থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে তাঁকে ডাকতাম। নিচ্ছয়ই তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল ও বড়ই দয়ালু।” (সূরা তুর : ২৫ : ২৮)

٣٩٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَحْدُوذُ قُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمَّةٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ

فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ وَيُؤْمِرُ بِأَرْبَعَ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجْلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِّيٌّ
أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى
مَا يَكُونُ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ
أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَكُونَ
بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
فَيَدْخُلُهَا، مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

৩৯৬. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘সাদিকুল মাসদূক’-সর্বসমর্থিত সত্যবাদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেককে তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্র হিসেবে জমা রাখা হয়। অতঃপর তা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়ে এই পরিমাণ সময় থাকে এবং পরে তার মাসপিণ্ড হিসেবে অনুরূপ সময় জমা করে রাখা হয়। অতঃপর একজন ফেরেশতা পাঠানো হয়। তিনি তাতে আঞ্চা ফু'কে দেন এবং ৪টি বিষয়ে লেখার আদেশ করা হয়। আর তা হলো : তার রিযিক, তার হায়াত, তার আমল ও সে দুর্ভাগ্যবান হবে অথবা সৌভাগ্যবান হবে। আর সেই সত্তার শপথ! যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কেই জাহানাতীবাসীদের আমল করবে, এমনকি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকবে। অতঃপর তার কিতাবের লিখন (তাফদীরের লিখন) সামনে এসে উপস্থিত হবে। ফলে সে জাহানাতীদের আমল করবে এবং তাতে প্রবেশ করবে। আর তোমাদের কেউ জাহানাতীদের কাজ করবে এমনকি তার মাঝে ও জাহানামের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকবে। অতঃপর তার কিতাবের লিখন সামনে এসে উপস্থিত হবে। ফলে সে জাহানাতীদের আমল করবে এবং তাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ
أَلْفٍ زِيَامٍ مَعَ كُلِّ زِيَامٍ سَبْعُونَ أَلْفًا مَلَكٌ يَجْرُونَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৯৭. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সেদিন জাহানামের সন্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রত্যেকটি লাগামের জন্য সন্তর হাজার ফিরিশ্তা থাকবে এবং তারা এ লাগাম ধরে টানবে। (মুসলিম)

وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بُشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أَهْوَهَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ يَوْضَعُ فِي
أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغَهُ مَا يُرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُ مِنْهُ
عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهُونُهُمْ عَذَابًا - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

৩৯৮. হযরত নুমান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন দোষথীদের মধ্যে সবচাইতে লম্বু শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি হবে এই যে, তার দুপায়ে উপর আগুনের দুটি অংগার রাখা হবে আর তাতে তার মস্তক সিদ্ধ হতে থাকবে। সে মনে করবে তার চাইতে কঠিন শাস্তির মুখোযুথী আর কেউ হয়নি। অথচ সে-ই দোষথীদের মধ্যে সবচাইতে কম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৯৯- وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُذْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ
مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوتِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৯৯. হযরত সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : দোষথের আগুনে কোনো দোষথীর গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো গলা পর্যন্ত পুড়তে থাকবে। (মুসলিম)

৪০০- وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَقُومُ
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذْنِيهِ -
مُتَفَقٌ عَلَيْهِ -

৪০০. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : মানুষ যেদিন আল্লাহ রাবুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে, সেদিন কেউ তার নিজের ঘামে কানের অর্ধাংশ পর্যন্ত ডুবিয়ে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪০১- وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا
سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَقَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكِيْتُمْ
كَثِيرًا فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهُهُمْ وَلَهُمْ خَنِينُ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ -

৪০১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে এক ভাষণ প্রদান করেন যা আর কখনো শুনিনি। তিনি বলেন : আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে পারতে, তবে নিশ্চয়ই খুব কম হাসতে আবু খুব বেশী কাঁদতে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ কাপড়ে মুখ ঢেকে ফেলেন এবং ডুকরে কাঁদতে শুরু করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৪০২- وَعَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
تُدْنِي الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونُ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ قَالَ

سُلَيْمَ بْنُ عَامِرٍ الرَّاوِيْعِ عَنْ الْمَقْدَادِ : فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِيْ مَا يَعْنِيْ بِالْمِيلِ ، أَمْ سَافَةً الْأَرْضِ أَمْ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحِلُ بِهِ الْعَيْنُ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُ الْعَرَقَ الْجَامِ - وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪০২. হযরত মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন সূর্যকে স্ট্রজীবের এত কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে যে তা তাদের থেকে মাত্র এক মাইলের ব্যবধানে অবস্থান করবে। এ হাদীসের রাবী সুলাইম ইবন আমির, মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি! আমি জানি না, মাইল বলতে এটা কি যমীনের দূরত্ব বুঝানের মাইল বলা হয়েছে নাকি চোখে সুরমা দেয়ার শলাকা বুঝানো হয়েছে? (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন) অতঃপর মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী ঘামের ভেতরে ডুবতে থাকবে। তাদের মধ্যে কেউ গোড়ালী পর্যন্ত, কেউ হাঁটু পর্যন্ত, কেউ কোমর পর্যন্ত ঘামের ভেতর ডুবে থাকবে। আর তাদের মধ্যে কাউকে ঘামের লাগাম পরানো হবে। এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাত দিয়ে মুখের দিকে ইশারা করেন। (মুসলিম)

৪.৩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَعْرِقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ أَذَانَهُمْ - مُتَفَقُّ عَلَيْهِ -

৪০৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষের এত ঘাম বেরণবে যে, তাদের ঘাম যমীনে সন্তুর হাত উঁচু হয়ে বইতে থাকবে এবং তাদের ঘামের লাগাম পরানো হবে। এমনকি তাদের কান পর্যন্ত তা পৌছে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪.৪ - وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ وَجْهَهُ فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : هَذَا حَجَرٌ رَمَى بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهْدِي فِي النَّارِ أَنَّ انتَهَى إِلَى قَعْرِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম, এ সময় তিনি কারো বন্ধুর গড়িয়ে

পড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি জিজেস করলেন, এটা কিসের শব্দ তোমরা জানো? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন : এটা একটা পাথর যা সন্তুর বছর পূর্বে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অদ্যাবধি তা দোষখেই গড়াচ্ছিল আর এখন গিয়ে এক গর্তে পতিত হয়েছে। তাই তোমরা এ পতনের শব্দ শুনতে পেলে। (মুসলিম)

٤٠٥ - وَعَنْ عَلَيِّ بْنِ حَاتِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيْكَلَمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدِيهِ فَلَا يَرَى إِلَّا الثَّارَ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَأَتَقْوَا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍ تَمْرَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪০৫. হয়রত আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার প্রতিপালক কথাবার্তা বললেন। তার ও আল্লাহর মধ্যে কোনো দোভাষী থাকবে না। আর যে ডাইনে তাকিয়ে পূর্বে পাঠানো আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আবার বাঁয়ে তাকিয়েও আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পারে না। আর সামনে তাকিয়ে দোষখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। তাই এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হয়েও দোষখ থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। (বোখারী ও মুসলিম)

٤٠٦ - وَعَنْ أَبِي ذِرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ أَطْئَتِ السَّمَاءَ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَنْتَطِ، مَا فِيهَا مَوْضِعٌ أَرْبَعُ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلَكٌ وَأَصْبَعُ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَرْحَكُمْ قَلِيلًا وَلَبَكِيَّتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَدَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفَرَشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى - رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ -

৪০৬. হয়রত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা তা দেখতে পাচ্ছো না। আকাশ উচ্চস্থরে শব্দ করছে, আর এর উচ্চস্থরে শব্দ করার অধিকার আছে। কেননা তাতে চার আংশুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই বরং ফিরিশতাগণ তাতে আল্লাহর জন্যে সিজ্দায় তাদের কপাল ঠেকিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে পারতে, তাহলে তোমরা হাঁসতে কম, কাঁদতে বেশী; আর তোমরা স্ত্রীদের সাথে বিছানায় শুয়ে আমোদ-আহলাদ করতে না এবং মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্যে বনে জংগলে বেরিয়ে যেতে। (তিরমিয়ী)

٤٠٧ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْأَسْلَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدْمًا عَبْدٌ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ وَعَنْ مَا لِهِ مِنْ أَيْنَ أَكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

٤٠٧. হ্যরত আবু বারযা নাদলা ইবন ওবাইদ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন (হাশরের ময়দানে) বান্দা তার স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাকে জিজেস করা হবে; তার জীবলকাল কিরণে অতিবাহিত করেছে; তার জ্ঞান কিরণে কাজে লাগিয়েছে। তার সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কিসে খরচ করেছে? আর তার শরীর কিভাবে পূরণ করেছে? (তিরমিয়ী)

٤٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيُؤْمِنْدُ تُحَدَّثُ أَخْبَارُهَا) ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةً بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهِا تَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

٣٠٨. হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত পাঠ করলেন : “সেদিন তা (যমীন) তার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে – ” (সূরা যিল্যাম: ৪)। অতঃপর তিনি জিজেস করলেন : তোমরা কি জানো সেদিন যমীন কি বর্ণনা করবে? উপস্থিত সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন : যমীন যে অবস্থা বর্ণনা করবে তা হলো এই যে, তার উপরে নর-নারী কি কি করেছে, সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, তুমি এই দিনে এই এই কাজ করেছো। এগুলো হলো তার বর্ণনা। (তিরমিয়ী)

٤٠٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْعَمْ وَصَاحِبِهِ الْقَرْنَ قَدِ الْتَّقَمَ الْقَرْنَ، وَاسْتَمَعَ إِلَذْنَ مَتَى يُؤْمِرُ بِالنَّفْعِ فَيَنْفَعُ فَكَانَ ذَلِكَ ثَقْلًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ : قُولُوا : حَسِبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

٤٠٩. হ্যরত আবু সাঈদ খুদৰী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি কিভাবে নিশ্চিত বসে থাকবে পারি? অথচ শিংগাধীরী ফিরিশ্তা (ইস্রাফিল) মুখে শিংগা লাগিয়ে কান খুলো অপেক্ষা করছেন, কখন তাঁকে ফুঁ দেয়ার

হ্রুম করা হবে, আর তিনি ফুঁ দিবেন! মনে হলো যেন একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ সন্তুষ্ট হয়ে আতঙ্কিত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন তোমরা বলো, “আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি উভয় অভিভাবক ও সাহায্যকারী।” (তিরমিয়ী)

٤١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ مَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَمِيعُ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

৪১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (শেষরাতে শক্র লুটরাজকে) ভয় করে, সে সন্ধ্যা রাতেই রওয়ানা হয় এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যা রাতেই রওয়ানা হয়, সে গতব্যস্থলে পৌছতে পারে। জেনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী খুবই মূল্যবান। জেনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী হলো জান্নাত। (তিরমিয়ী)

٤١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحْشِرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَّاءً عُرَاءً غُرْلًا، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ : يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يَهْمِمُهُمْ ذَلِكَ -

وَفِي رِوَايَةٍ : الْأَمْرُ أَهْمُ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ - مُتَقَوْلَةً عَلَيْهِ -

৪১১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন লোকেরা খালি পা, উলংগ শরীর এবং খাতনাহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। আমি জিজেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সমস্ত নারী-পুরুষ একসাথে? তারা তো একে অপরকে দেখতে থাকবে? তিনি বললেন : হে আয়েশা! মানুষ যা কল্পনা করে সেদিনের পরিস্থিতি তার চাইতেও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, “মানুষ একে অপরের দিকে তাকাবে, সেদিনের অবস্থা তো এর চাইতেও ভয়াবহ হবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الرَّجَاءِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর উপর আশা-ভরসা।

মহান আল্লাহর বাণী :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ - (الزمزم : ৫৩)

“হে মুহাম্মদ, আপনি বলে দিন! হে আমার (আল্লাহর) বান্দারা! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিচয়ই আল্লাহ সমষ্ট গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও কর্কণাময়।” (সূরা যুমাৰ : ৫৩)

وَهَلْ نُجَازِيُ إِلَّا الْكَفُورَ (سْبَأ : ١٧)

“আর আমি অকৃতজ্ঞ লোকদেরই শাস্তি দিয়ে থাকি।” (সূরা সাবা : ১৭)

إِنَّا قَدْ أَوْحَىَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (طه : ٤٨)

“আমাদের কাছে অহী এসেছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে এবং (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে-ই শাস্তি লাভ করবে।” (সূরা তো-হা : ৪৮)

وَرَحْمَتِيْ وَسِعْتُ كُلَّ شَيْءٍ - (الأعراف : ١٥٦)

“আর আমার রহমত সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।” (সূরা আরাফ : ১৫৬)

٤١٢- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّابِيتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَقْبَاهَا إِلَى مَرِيمَ وَرُوحُهُ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ -

৪১২. হ্যরত উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাই নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই; আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল এবং দীসা আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল এবং তাঁরই একটি শব্দ (হুকুম) যা তিনি মারইয়মের প্রতি প্রদান করেন এবং তাঁরই পক্ষ থেকে দেয়া একটি আস্তা। আরো (এ সাক্ষ্য দেবে যে,) জান্নাত সত্য, জাহান্নাম ও সত্য, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে যে কোনো আমল করুক না কেন?” (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে : “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাই নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাঁর জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।”

٤١٣ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزْيَدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، فَجَزَاءُ
سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفَرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقْرَبَتْ مِنْهُ ذِرَاعًا،
وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقْرَبَتْ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً
وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا
مَغْفِرَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪১৩. হযরত আবু যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করবে, সে এর দশ গুণ অথবা এর চাইতেও বেশী সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি একটি অন্যায় করবে, সে তেমনি একটি অন্যায়ের শাস্তি পাবে অথবা আমি মাফ করে দেবো। আর যে ব্যক্তি আমার এক বিঘত নিকটবর্তী হবে, আমি তার এক হাত নিকটবর্তী হবো; আর যে ব্যক্তি আমার এক হাত নিকটবর্তী হবে আমি দু'হাত নিকটবর্তী হবো। যে ব্যক্তি পৃথিবী সমান গুনাহ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, অথচ সে আমার কোনো কিছু শরীক করেনি, আমি তার সাথে অনুরূপ নিয়ে সাক্ষাত করবো। (মুসলিম)

٤١٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوْجِبَاتِ؟ فَقَالَ : مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا
دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪১৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'মুজিবাতান' অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নাম ওয়াজিবকারী বিষয় দু'টি কি কি? তিনি বললেন? যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে, আর যে ব্যক্তি তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম)

٤١٥ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعاذًا رَدِيفَةَ عَلَى
الرَّحْلِ قَالَ : يَا مُعَاذُ قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيْكَ قَالَ : يَا مُعَاذُ
قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَسَعْدِيْكَ ثَلَاثًا ، قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدِقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ : يَا رَسُولُ

اللَّهُ أَفَلَا أَخْبِرُهَا النَّاسِ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ : إِذَا يَتَكَلُّوْ فَأَخْبِرَهَا مُعَاذْ عَنْدَ مَوْتِهِ تَائِمًا - مُتَقْقَ عَلَيْهِ -

୪୧୫. ହ୍ୟରତ ଆନାସ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏକଦା ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବାହନେ ସାଓୟାର ଛିଲେନ । ଆର ତାଁ ପେଛନେ ବସା ଛିଲ ହ୍ୟରତ ମୁ'ଆୟ (ରା) । ତିନି ବଲେନ : ହେ ମୁ'ଆୟ ! ମୁ'ଆୟ (ରା) ବଲଲେନ, ଇଯା ରାସ୍‌ଲୂଲ୍ଲାହ ! ଆମି ଆପନାର ଖେଦମତେ ଉପଶ୍ରିତ ଆଛି । ତିନି ଆବାର ବଲଲେନ : ହେ ମୁ'ଆୟ ! ମୁ'ଆୟ (ରା) ଉତ୍ତରେ ବୁଲଲେନ, ଇଯା ରାସ୍‌ଲୂଲ୍ଲାହ ! ଆମି ଆପନାର ପାଶେଇ, ଆପନାର ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ପରଶେଇ ହାୟିର ଆଛି । ତିନି ପୁନରାୟ ବଲଲେନ : ହେ ମୁ'ଆୟ ! ମୁ'ଆୟ (ରା) ଏବାରଓ ବଲଲେନ : ଇଯା ରାସ୍‌ଲୂଲ୍ଲାହ ! ଆମି ଆପନାର ଖେଦମତେ ଉପଶ୍ରିତ । ଏକପ ତିନିବାର ବଲାର ପର ତିନି ବଲଲେନ : ଯେ କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନ୍ତରିକ ବିଶ୍වାସର ସାଥେଁ ସାଙ୍କ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଇଲାହ ନେଇ ଏବଂ ମୁହାମ୍ମଦ ତାଁର ବାନ୍ଦାହ ଓ ରାସ୍‌ଲୁ, ଆଲ୍ଲାହ ତାର ଜନ୍ୟେ ଦୋୟଥେର ଆଗୁନ ହାରାମ କରେ ଦେବେନ । ତିନି ଜିଜେସ କରଲେନ, ଇଯା ରାସ୍‌ଲୂଲ୍ଲାହ ! ଆମି କି ଏ ବ୍ୟାପାରେ ମାନୁଷକେ ଅବଶିତ କରବୋ ନା ଯାତେ ସୁସଂବାଦ ଧରଣ କରତେ ପାରେ ? ତିନି ବଲଲେନ : ନା, ତାହଲେ ତାରା ଏଟାର ଓପର ନିର୍ଭର କରେ ବସେ ଥାକବେ । ଅତଃପର ହ୍ୟରତ ମୁ'ଆୟ (ରା) ଜାନା ବିଷୟ ଗୋପନ କରାର ଗୋନାହେର ଭୟେ ତାଁର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ । (ବୁଖାରୀ ଓ ମୁସଲିମ)

୪୧୬ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَكَ الرَّاوِيُّ وَلَا يَضُرُ الشَّكُ فِي عَيْنِ الصَّحَابَيْ لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، قَالَ : لِمَا غَزَوَةَ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحْرَنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكْلَنَا وَأَدَهَنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ افْعُلُوا فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فَعَلْتَ قُلُّ الظَّهَرُ وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ الْبَرَكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَمْ فَدَعَا بِنِطْعٍ فَبَسَطَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِكَفَ ذَرَّةٍ ، وَيَجِئُ الْآخَرُ بِكَفَ تَمَرٍ ، وَيَجِئُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى عَلَى النَّطْعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : خُذُوهَا فِي أَوْعِيَتِكُمْ فَأَخْذُوهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوهَا فِي الْعَسْكَرِ وَعَاءَ إِلَّا مَلَوْهُ ، وَأَكْلُوهَا حَتَّى شَبِيعُوهَا وَفَضَلَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٌ : فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ - روأه مُسْلِم -

୪୧୬. ହସରତ ଆବୁ ହୁରାୟରା (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଅଥବା ଆବୁ ସାଈଦ ଖୁଦ୍ରୀ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । (ରାବୀର ସନ୍ଦେହ, ତବେ ମୂଳ ସାହବୀର ମାବେ ସନ୍ଦେହ ଥାକଲେ କୋନ କ୍ଷତି ନେଇ, କେନନା ତାରା ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ନ୍ୟାୟନିଷ୍ଠ) ତିନି ବଲିନ, ତାବୁକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମୟ ମୁସଲିମ ବାହିନୀତେ ଅନ୍ତର୍ନ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖା ଦିଲ । ତାରା ବଲଲୋ ଇଯା ରାସ୍‌ଲୁଲ୍ଲାହ! ଆପଣି ଅନୁମତି ଦିଲେ ଆମରା ଆମାଦେର ଉଟ ଯବେହୁ କରେ ଖେତେଓ ପାରି, ଚର୍ବି ଦିଯେ ତେଲଓ ବାନାତେ ପାରି । ଅତଃପର ରାସ୍‌ଲୁଲ୍ଲାହ ସ୍ଵାଭାବିକ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲିନ : ଠିକ ଆଛେ, ତାଇ କରୋ । ଏ ସମୟ ହସରତ ଉତ୍ତର (ରା) ଏସେ ବଲିନ, ଇଯା ରାସ୍‌ଲୁଲ୍ଲାହ! ଆପଣି ଯଦି ଏକପ କରେନ ତାହଲେ ବାହନ କମେ ଯାବେ । ବରଂ ଆପଣି ତାଦେର ଅବଶିଷ୍ଟ ରସଦ ନିଯେ ଆସତେ ଆହବାନ କରନ୍ତ । ଅତଃପର ତାଦେର ରସଦେ ବରକତ ଦେଯାର ଜନ୍ୟ ଆଲାଇହି କାହେ ଦୁ'ଆ କରନ୍ତ । ଆଶା କରା ଯାଯ, ଆଲାହ ଏତେ ବରକତ ଦାନ କରବେନ । ରାସ୍‌ଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାମାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲିନ : ହଁ, ତାଇ କରବୋ । ଅତଃପର ତିନି ଚାମଡ଼ାର ଏକଟି ଦ୍ୱାରା ଆନିଯେ ବିଛାଲିନ । ପରେ ତାଦେର ଅବଶିଷ୍ଟ ରସଦ ନିଯେ ଆସାର ଜନ୍ୟ ଡାକଲିନ । ମୁତ୍ରରାଂ ତାଦେର କେଉଁ ଏକ ମୁଷ୍ଟି ତରକାରୀ ନିଯେ ଆସତେ ଶୁରୁ କରଲୋ, କେଉଁବା ଏକ ମୁଷ୍ଟି ଖେଜୁର, ଆବାର କେଉଁବା ଏକ ଟୁକାରୋ ଝଳଟି ନିଯେ ହାୟିର କରଲୋ । ଅବଶେଷେ ଦ୍ୱାରା ଆନିଯେ ଦ୍ୱାରା ଆନିଯେ ମଧ୍ୟେ ବରକତେର ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ରସଦ ଜମା ହଲୋ । ରାସ୍‌ଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାମାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ଏଗୁଲୋର ମଧ୍ୟେ ବରକତେର ଜନ୍ୟ ଦୁ'ଆ କରାର ପର ବଲିନ : ଏଗୁଲୋ ତୋମାଦେର ପାତ୍ରେ ଭରେ ନିଯେ ଯାଓ । ଅତଃପର ସକଳେଇ ତାଦେର ପାତ୍ର ଭରେ ଭରେ ନିଯେ ଗେଲୋ : ଏମନକି ଏ ବାହିନୀର ସବଞ୍ଗଲୋ ପାଇଁ ଏବଂ ତାରା ତୃତୀୟ ସାଥେ ଥେଯେଓ ଆରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଯେ ଗେଲୋ । ଅତଃପର ରାସ୍‌ଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାମାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲ୍ଲାମ ବଲିନ : ଆମି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଛି ଯେ, ଆଲାହ ଛାଡ଼ା ଆର କୋନ ଇଲାହ ନେଇ ଏବଂ ଆମି ଆଲାହର ରାସ୍‌ଲୁଲ୍ଲାହ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଦେହାତୀତଭାବେ ଏଦୁ'ଟୋ କଲେମା ନିଯେ ଆଲାହର ସାକ୍ଷାତ କରବେ, ତାକେ ଜାନ୍ମାତ ଥେକେ ବନ୍ଧିତ କରା ହବେ ନା । (ମୁସଲିମ)

٤١٧- وَعَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ :
 كُنْبُ أَصْلَى لِقَوْمِيْ بَنَى سَالِمٌ ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِهِمْ وَأَدِإِذَا جَاءَتْ
 الْأَمْطَارُ ، فَيَشْقُّ عَلَى اجْتِيَازِهِ قَبْلَ مَسْجِدِهِمْ ، فَجَبَّتْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ
 فَقُلْتُ لَهُ : أَنَّى أَنْكَرْتُ بَصَرِيْ ، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِيْ وَبَيْنَ قَوْمِيْ
 يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ ، فَيَشْقُّ عَلَى اجْتِيَازِهِ ، فَوَدَّتْ أَنْكَ تَأْتِيْ ،
 فَتُصْلَى فِي بَيْتِيْ مَا كَانَ أَتَخْذَهُ مُصْلَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامُ
 فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَ النَّهَارُ ،
 وَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ
 أَصْلَى مَنْ بَيْتِكَ ؟ فَأَشَرَّتْ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَحِبُّ أَنْ يُصْلَى فِيهِ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَبَرَ وَصَفَقْنَا رَوَاءَهُ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمَنَا

حِينَ سَلَمَ فَحَبَسْتَهُ عَلَىٰ خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ فِي بَيْتِيْ، فَثَابَ رِجَالٌ مِّنْهُمْ حَتَّىْ كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا فَعَلَ مَالِكَ؟ لَا أَرَاهُ! فَقَالَ رَجُلٌ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ لَا تَقُولُ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْشِّفُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى؟ ! فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَا نَحْنُ فَوَاللَّهِ مَا نَرَى وَدَهُ، وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

৪১৭. হ্যরত ইতবান ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন বদরের যুদ্ধের শহীদগণের অন্যতম। তিনি বলেন, আমি আমার বনী সালিম গোত্রের মসজিদে নামায পড়াতাম। তাদের ও আমার মাঝে একটি উপত্যকা ছিল প্রতিবন্ধক। বৃষ্টির সময় এটা পার হয়ে তাদের মসজিদে উপস্থিত হওয়ার আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো। অতঃপর একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে; আর আমার ও আমার গোত্রের মসজিদের মধ্যখানে একটি উপত্যকা আছে, যা বৃষ্টির দিনে প্লাবিত হয়ে যায় বিধায় তা পার হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং আমি চাই যে, আপনি আমার বাড়ীতে গিয়ে একটি স্থানে নামায পড়ে আসবেন, আর আমি সে স্থানটিকেই মুসল্লা বানাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ঠিক আছে আমি তা করবো। পরদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত আবু বকর (রা)-কে নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন, আমি তাকে অনুমতি দিলাম। তিনি প্রবেশ করে না বসেই বললেন : তুমি তোমার ঘরের কোন জায়গায় নামায পড়তে পসন্দ করো? অতঃপর যে জায়গায় নামায পড়তে আমি পছন্দ করি সেদিকে ইশারা করলাম। সে স্থানে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আল্লাহ আকবার’ বলে নামায শুরু করলেন। আর আমরা সারিবদ্ধ হয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তিনি দু’রাকা’আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। আমরা ও সালাম ফিরিয়ে তাঁর জন্যে তৈরী ‘খায়িরা’ (এক প্রকার খাদ্য বস্তু) প্রহণের জন্য তাঁকে আটকে রাখলাম। বাড়ীর লোকেরা শুনতে পেলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বাড়ীতে উপস্থিত; সুতরাং তাঁরা দলে দলে এসে সমবেত হলো। ঘরে লোকসংখ্যা যখন বেড়ে গেলো, জনেক ব্যক্তি বললো, মালিক কোথায়? আমি তাকে তো দেখছি না। অপর এক ব্যক্তি বললো, সে নাকি মুনাফিক, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এমন কথা বলো না, তাকে দেখতে পাচ্ছো না যে, সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে ‘লা-ইলাহা ইল্লাহ’ পাঠ

করেছে! এ ব্যক্তি বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আল্লাহর কসম! আমরা তো দেখছি সে মুনাফিক ছাড়া আর কারো সাথে বন্ধুত্ব করছে না, কথা ও বলছে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাম্বা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনা করে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করেছে, আল্লাহ তার জন্য জাহানামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤١٨ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ
بِسْمِ اللَّهِ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنِ السَّبَّئِ تَسْعَى ، إِذْ وَجَدَتْ صَبَّيَا فِي السَّبَّئِ
أَخْذَتْهُ ، فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَتُرَوْنَ هَذِهِ
الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ؟ قَلْنَا لَا وَاللَّهِ فَقَالَ : لِلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ
هَذِهِ بِوَلَدِهَا - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ -

৪১৮. হ্যারত উমার ইবন খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাম্বা আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু সংখ্যক বন্দী হারিয়ে করা হলো; তাদের মধ্যে জনৈক বন্দীনি অস্তির হয়ে দৌড়াচ্ছিল আর বন্দীদের মধ্যে কোনো একটি শিশু পেলেই সে তাকে কোলে নিয়ে পেটের সাথে মিশিয়ে দুধ পান করাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাম্বা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা কি মনে করো এ মেয়েলোকটি তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে? আমরা বললাম, আল্লাহর কসম! কখনো নয়। তিনি বললেন : এ মেয়েলোকটি তার সন্তানের প্রতি যেরূপ সদয়, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চাইতেও অনেক বেশী সদয় ও অনুগ্রহশীল। (বুখারী ও মুসলিম)

٤١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ فُوقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ
غَضَبِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ غَلَبَتْ غَضَبِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ سَبَقَتْ غَضَبِيْ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ -

৪১৯. হ্যারত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাম্বা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ যখন সমস্ত মাখলুকাত সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর কাছে আরশের উপর বিদ্যমান একটি কিতাব ও কথাগুলো লিখে রাখেন। “আমার রহমত আমার ক্ষেত্রে ওপর বিজয়ী হবে”। অপর এক বর্ণনায় আছে : (আমার দয়া-অনুগ্রহ) “আমার ক্ষেত্রের ওপর বিজয়ী হয়েছে।” আরেক বর্ণনায় আছে : (আমার রহমত) “আমার ক্ষেত্রের অংগগামী হয়েছে।” (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٠ - وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ
مِائَةً جُزْءٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءَ وَاحِدًا ،

فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاهُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ جَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا
خَشِيَّةً أَنْ تُصْبِيَهُ -

وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةً أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ
الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ ، وَالْهَوَامُ فِيهَا يُتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاهُمُونَ وَبِهَا
تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخْرَ اللَّهُ تَعَالَى تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ
بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاهُمُ
الْخَلَقُ بَيْنَهُمْ وَتِسْعَهُ وَتِسْعِينَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ -

وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِائَةَ
رَحْمَةً كُلُّ رَحْمَةٍ طَبَاقٌ مَابَيْنِ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي
الْأَرْضِ رَحْمَةً فِيهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالْطَّيْرُ بَعْضُهَا
عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ -

৪২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহর রহমতকে ১০০ ভাগে বিভক্ত করেছেন।
অতঃপর ৯৯ ভাগই তাঁর কাছে রেখেছেন এবং মাত্র একভাগ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তার এই
অংশ থেকেই সমস্ত সৃষ্টি পরম্পরের প্রতি দয়া - অনুগ্রহ করে থাকে, এমনকি চতুর্পাদ জতু তার
বাচ্চার ওপর থেকে পা সরিয়ে নেয়, যেনো সে কোন কষ্ট না পায়। অপর এক বর্ণনা আছে :
মহান আল্লাহর একটি রহমত (দয়া) আছে, তমধ্যে মাত্র একটি রহমত জিন, মানুষ, জীবজন্ম ও
কীট-পতঙ্গের মাঝে প্রেরণ করেছেন। এরই মাধ্যমে তারা পরম্পরের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও
প্রেম-গ্রীতি প্রদর্শন করে থাকে এবং বন্যজন্ম নিজের বাচ্চাকে স্নেহ করে। আর আল্লাহ ৯৯টি
রহমত বাঁচিয়ে রেখেছেন, এগুলো দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ
করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এ প্রসংগে হযরত সাল্মান ফারসী (রা) থেকে ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করে বলেন :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর ১০০টি রহমত আছে। তমধ্যে
একটি মাত্র রহমতের মাধ্যমে সৃষ্টি জগত পরম্পর স্নেহ মমতা করে। আর ৯৯টি রহমত
কিয়ামতের দিনের জন্য রয়ে গেছে।

অপর এক বর্ণনায় আছে : আল্লাহ তা'য়ালা যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করেন সেদিন ১০০টি রহমতও সৃষ্টি করেছেন। আর প্রত্যেকটি রহমতই যমীনের মাঝখানের মহাশূন্যের মত বড়। তমধ্যে একটি রহমত পৃথিবীতে দিয়েছেন। এরই মাধ্যমে মা তার সন্তানকে স্নেহ করে এবং জীবজন্ম ও পশুপাখী পরম্পরকে স্নেহ মমতা করে। যখন কিয়ামতের দিন আসবে, মহান আল্লাহ পরিপূর্ণ রহমত প্রদর্শন করবেন।

٤٢١ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِيْ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ : الَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِيْ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ أَيْ رَبُّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِيْ ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ ذَنْبِيْ ، فَقَالَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ قَدْ غَفِرْتُ لِعَبْدِيْ فَلَيَفْعَلْ مَا شَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪২১. হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর মহান ও কল্যাণময় রবের কাছ থেকে বর্ণনা করে বলেন : কোন বান্দাহ একটি গুনাহ করে বললো : হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করো, তখন বিপুল বরকতের অধিকারী আল্লাহ বলেন : আমার বান্দাহ একটি গুনাহ করেছে। অতঃপর জানতে পেরেছে যে, তার রব গুনাহ মাফ করেন আবার এ জন্যে পাকড়াও করেন। সে পুনরায় গুনাহ করে বললো : হে আমার প্রতিপালক! আমার গুনাহ মাফ করে দাও। তখন মহান কল্যাণময় আল্লাহ বলেন : আমার বান্দাহ একটি গুনাহ করেছে, আর সে জেনেছে যে, তার প্রতিপালক গুনাহ মাফ করেন : আর গুনাহর জন্যে পাকড়াও করেন। সে আবারো একটি গুনাহ করলো এবং বললো, হে রব! আমার গুনাহ মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার বান্দাহ গুনাহ করে ফেলেছে, আর সে জেনেছে যে, তার প্রতিপালক গুনাহ মাফ করে দেন, আর এ জন্যে শাস্তি ও দেন। সুতরাং আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম, সে যা ইচ্ছা তাই করুক। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٢ - وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلِجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪২২. হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যাঁর হাতে আমার জীবন, সে মহান সন্তান কসম করে বলছি, তোমরা

যদি শুনাই না করতে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের নিয়ে যেতেন এবং তোমাদের জায়গায় এমন এক জাতিকে আনতেন, যারা শুনাই করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতো। অতঃপর আল্লাহ তাদের মাফ করে দিতেন। (মুসলিম)

— ৪২৩ —
وَعَنْ أَبِيْ إِيُوبَ حَالِدِ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : لَوْلَا أَنْكُمْ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْفًا يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ ،
فَيَغْفِرُ لَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪২৩. হযরত আবু আইউব খালিদ ইব্ন যাযিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা যদি শুনাই না করতে তাহলে আল্লাহ এরূপ জাতি সৃষ্টি করতেন, যারা শুনাই করে ক্ষমা চাইতো এবং তিনি ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

— ৪২৪ —
وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا قَعُودًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَرِئَتْ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا ؛ فَفَرَعْنَا فَقَمْنَا ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتَ حَائِطًا لِلنَّصَارَى وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اذْهَبْ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَأَءَ هَذَا الْحَائِطَ يَشْهُدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِنًا بِهَا قُلْبَهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমাদের এ দলে হযরত আবু বকর ও উমর (রা) উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে থেকে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরে আসতে বিলম্ব করতে লাগলেন। এদিকে আমরা আশংকা করতে লাগলাম যে, আমাদের অবর্তমানে তাঁকে না আবার কেউ কষ্ট দেয়। সুতরাং আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠে পড়লাম। আতঙ্কস্তুদের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রথম ব্যক্তি। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এর অনুসন্ধানে) বেরিয়ে পড়লাম, অতঃপর জনৈক আনসারীর বাগানে উপস্থিত হলাম। তিনি এ দীর্ঘ হাদীসখানা এ পর্যন্ত বর্ণনা করেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তুমি যাও এ বাগানে পেরিয়ে যার সাথে তোমরা সাক্ষাত হবে, সে যদি তার আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, “আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, তবে তাকে জানাতের সুসংবাদ প্রদান করো।” (মুসলিম)

۴۲۵ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَاقَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي" (إِبْرَاهِيمَ : ۳۶) ، وَقَوْلَ عِيسَى ، (عَلَيْهِ السَّلَامُ) "إِنْ شَعَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" (المائدة : ۱۱۸) ، فَرَفَعَ يَدِيهِ وَقَالَ : أَللَّهُمَّ أَمْتَنِي أَمْتَنِي وَبَكَى ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مَحَمْدٍ وَرَبِّكَ أَعْلَمُ . فَسَأَلَهُ مَا يُبَكِّيْهُ ؟ فَأَنَّهَا جِبْرِيلُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مَحَمْدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِيْ أَمْتِكَ وَلَا نَسُؤُكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

۴۲۵. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইব্রাহীম (আ) সম্পর্কিত মহান আল্লাহর এ বাণী তিলাওয়াত করেন- "হে আমার প্রতিপালক! এ মৃত্যুগুলো বহু মানুষকে পথচার করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে, সে তো আমারই" (সূরা ইব্রাহীম : ৩৬) আর তিনি (নবী (স) ঈসার (আ) বাণী (যা কুরআনে আছে) তিলাওয়াত করেন : "আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তাহলে (এ শাস্তি দেবার অধিকার আপনার আছে কারণ) তারা তো আপনানাই বান্দাহ। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে (আপনি তাও করতে পারেন কারণ) আপনি তো মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়।" (সূরা মায়দা: ۱۱۸) অতঃপর তিনি তাঁর মুবারক দু'হাত উঠিয়ে বললেন : "হে আল্লাহ! আমার উম্মাত! আমার উম্মাত! এই বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। মহামহিম আল্লাহ জিব্রিলকে ডেকে বললেন : তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও, এবং তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করো, তবে এ ব্যাপারে তোমরা রব অবহিত আছেন। অতঃপর হযরত জিব্রিল (আ) তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে যা বলার ছিল বলে দিলেন। এর ব্যাপারে তিনি (আল্লাহ) তো সবই জানেন, সুতরাং মহান আল্লাহ জিব্রিলকে বললেন : তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে বলো, "আমি আপনাকে উম্মাতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করবো, আপনাকে চিন্তাযুক্ত করবো না।" (মুসলিম)

۴۲۶ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ : يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ؟ قَلْتُ : أَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ

أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذَّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَبْشِرُ النَّاسَ؟ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَكَلُّوْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪২৬. হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে একটি গাধার উপর বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন : হে মু'আয! তুমি কি জানো? বান্দার উপর আল্লাহর হক কি এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন : বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো : তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো : যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, তিনি তাকে কোনো শাস্তি দেবেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি মানুষকে এ সুসংবাদ দেবো না? তিনি বললেন : তুমি তাদের এ সুসংবাদ দিয়ো না, তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٧ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مَحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : "يُتَبَّعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ" (إِبْرَاهِيمٌ : ٢٧) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪২৭. হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলমানকে যখন কবরে জিজাসাবাদ করা হবে, তখন সে সাক্ষ দেবে : আল্লাহ ছাড় আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর এভাবে সাক্ষ দেয়াটাই মহান আল্লাহর এ বাণীর প্রমাণ :
يُتَبَّعُ اللَّهُ الَّذِينَ “আল্লাহ ঈমানদার লোকদের সেই অটল বাক্যের (কলেমা তাইয়েবার) দরুণ ইহকালীন জীবনে ও পরকালে সুদৃঢ় রাখেন”- (সূরা ইব্রাহীম : ২৭) (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٨ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أَطْعَمَ بِهَا طُعمَةً مِنَ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ -
وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطِي بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيَجْزِي بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ لِلَّهِ

تَعَالَى فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُلْ لَهُ حَسَنَةٌ
يُجْزَى بِهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪২৮. হযরত আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : কাফির যখন কোনো সৎকাজ করে, তখন ইহকালের তাকে এর স্বাদ গ্রহণ করতে দেয়া হয়। আর ঈমানদারের সৎকাজগুলো আল্লাহ তায়ালা পরকালের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন এবং এর অনুসরণে ইহকালেও তাকে রিযিক প্রদান করেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে : আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার ব্যক্তিকে কোনো সৎকাজের অধিকার লংঘন করবেন না। ইহকালেও তাকে এর বিনিময় দেয়া হয়, পরকালেও তাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। কাজেই কাফির আল্লাহর ওয়াস্তে যে সৎকাজ করে, তাকে ইহকালেই এর বিনিময় দেয়া হয়। আর যে যখন পরকালে পৌছবে, তখন তার কোনো সৎকাজই থাকবে না, যার বিনিময়ে কোনো প্রতিদান দেয়া যেতে পারে। (মুসলিম)

৪২৯- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَثَلُ
الصَّلَوةِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ
يَوْمٍ خَمْسَ مَرَأَتٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৩০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত নামায়ের দৃষ্টান্ত হলো একপ, যেকপ তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার পাশে একটি নদী প্রবাহিত হয়, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে। (মুসলিম)

৪৩০- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ
يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِمُوتٍ فَيَقُولُ مَوْتٌ فَيَقُولُ مَوْتٌ فَيَقُولُ مَوْتٌ
لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعُهُمُ اللَّهُ فِيهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৩০. হযরত আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোনো মুসলমান মারা গেলে, তার জানায়ার নামাযে একপ চলিশ জন ব্যক্তি যদি হায়ির হয়, যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করেনি, তাহলে আল্লাহ মৃতের পক্ষে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন। (মুসলিম)

৪৩১- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ
فِي قُبَّةِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا
نَعَمْ قَالَ : أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ : وَالَّذِي
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ أَنْ

الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّغْرِرَةِ
الْبَيْضَاءِ فِي جَلْدِ الشَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّغْرِرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَلْدِ الشَّوْرِ
الْأَحْمَرِ، مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

৪৩১. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা প্রায় চল্লিশজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটি তাঁবুতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হতে রায়ি আছো ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হতে রায়ি আছো ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : মুহাম্মদের জীবন যাঁর হাতে, সেই সত্তার কসম করে বলছি, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধাংশ হবে; কেননা একমাত্র মুসলিম ব্যক্তিরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তোমরা হচ্ছে মুশরিকদের মাঝে কালো রংয়ের বলদের চামড়ার কয়েকটি সাদা চুলের ন্যায় অথবা লাল বলদের চামড়ার সামান্য কয়েকটি কালো চুলের ন্যায়। অর্থাৎ মুশরিকদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৩২- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا
فَيَقُولُ هَذَا فَكَاكَكَ مِنِ النَّارِ -

وَفِي رِوَايَةِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৩২. হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইয়াহুদী অথবা একজন প্রিষ্টান দিয়ে বললেন : দোষখ থেকে নাজাতের জন্য এই ব্যক্তি তোমার ফিদ্যা বা বদলা। এই রায়ি থেকে অপর একটি বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : কিয়ামাতের দিন অনেক মুসলমান পাহাড়ের ন্যায় গুনাহ স্তুপ নিয়ে হাফির হবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের এসব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (মুসলিম)

৪৩৩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْنِي الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضْعَ كَنْفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ
بِذُنُوبِهِ، فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ فَيَقُولُ : رَبُّ أَعْرِفُ
قَالَ فَإِنِّي قَدْ سَرَّتْهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيَعْطِي
صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

৪৩৩. হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন মু'মিন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের কাছে নিয়ে আসা হবে, এমনকি তাকে তাঁর রহমতের পর্দায় ঢেকে রাখবেন। অতঃপর তাকে তাঁর সমস্ত গুনাহের কাথা স্ফীকার করাবেন এবং বলবেন : তুমি কি এই গুনাহ চিনতে পারছো? তুমি কি এই গুনাহ চিনতে পারছো? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি চিনতে পারছি। তিনি বলবেন : ইহকালে আমি এটা তোমার উপর ঢেকে রেখেছিলাম, আর আজ এটা তোমরাকে ঘাফ করে দিচ্ছি। অতঃপর সৎকাজ সমূহের আমলনামা প্রদান করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম) ।

৪৩৪- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ إِمْرَأَةٍ قُبْلَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزَلْفًا مِنَ الَّيلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (হোদ : ১১৪) فَقَالَ الرَّجُلُ إِلَى هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ لِجَمِيعِ أَمْتَى كُلُّهُمْ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

৪৩৪. হযরত ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা একটি স্ত্রীলোককে চুমু খেয়ে বসলো। অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এ গুনাহের কথা ব্যক্ত করলো। এ সময় আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন : وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ "আর দিনের দুই প্রাতে ও রাতের কিছু অংশ নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই সংকাজসমূহ গুনাহের কাজসমূহকে মুছে ফেলে।" (সূরা হুদ : ১১৪) একথা শুনে লোকটি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি শুধু আমারই জন্যে? তিনি বললেন : আমার সমস্ত উম্মাতের জন্যেই। (বুখারী ও মুসলিম)।

৪৩৫- وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقْمَهْتُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : هَلْ حَضَرْتَ مَغْنًا الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : قَدْ غُفرَلَكَ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

৪৩৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমার ওপর সেই শাস্তি বাস্তবায়ন করুন। অতঃপর নামাযের সময় উপস্থিত হলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়লো। নামাযে শেষ করে সে আবার বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমাকে আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামাযে উপস্থিত হয়েছিলে? সে বললো হাঁ। তিনি বললেন : তোমার গুনাহ তো মাফ হয়ে গেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৩৬- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لِيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৩৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাম্জুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ সেই বান্দার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন, যে এক ধাস খাদ্য গ্রহণ করেই তাঁর প্রশংসা করে এবং এক ঢোক পানি পান করেই তাঁর প্রশংসা করে। ('আলহামদুলিল্লাহ' বলে) (মুসলিম)

৪৩৭- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِالْيَلَى لِيَتَفَوَّبَ مُسِيْرُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالثَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيْرُ الْيَلَى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -
রَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৩৭. হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : মহান আল্লাহ দিনের শুনাহগারদের মাফ করার জন্য রাতের বেলায় তাঁর হাত (রহমত) প্রসারিত করেন এবং রাতের শুনাহগারদের মাফ করার জন্য দিনের বেলায় তাঁর হাত প্রসারিত করেন। আর পশ্চিম আকাশে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এরূপ করবেন। (মুসলিম)

৪৩৮- وَعَنْ أَبِي نَجِيْعٍ عَمْرُو بْنِ عَبْسَةَ السُّلْمَىِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظِنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيُسُوْلُونَ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ يَمْكُّهُ يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًّا جُرَاءً عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفَتْ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَيْهِ يَمْكُّهُ فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ أَنَا نَبِيٌّ قُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ أَرْسَلَنِي اللَّهُ، قُلْتُ وَبَأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحِّدَ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْءٌ قُلْتُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: حُرُّ وَعَبْدٌ، وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قُلْتُ إِنِّي مُتَّبِعُكَ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا أَلَا تَرَى حَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتُ لِيْ قَدْ ظَهَرْتَ فَأَتَى: قَالَ فَذَهَبْتَ إِلَى أَهْلِيِّ وَقَدِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَكُنْتَ فِي أَهْلِيِّ فَجَعَلْتُ أَتَخْيَرَ الْأَخْبَارَ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ

نَفَرُ مِنْ أهْلِ الْمَدِينَةِ، فَقُلْتُ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدَمَ الْمَدِينَةَ؟
 فَقَالُوا : النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمَهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِعُوهُ ذَلِكَ،
 فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ :
 نَعَمْ أَنْبَتَ الَّذِي لَقِيْتَنِي بِمَكَّةَ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا
 عَلِمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ : صَلَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ
 اقْصَرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفَعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ؛ فَإِنَّهَا تَطَلُّعُ حِينَ تَطَلُّعُ
 بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ اقْصَرْ عَنِ الصَّلَاةِ ،
 فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تَسْجُرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْ فَصَلٌ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةَ
 مَحْضُورَةَ حَتَّى تُصْلَى الْغَصْرُ، ثُمَّ اقْصَرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ،
 فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ : فَقُلْتُ :
 يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَأَلْوَضْوَءُ ، حَدَّثْنِي عَنْهُ؟ فَقَالَ : مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يَقْرَبُ
 وَضُوءَهُ ، فَيَتَمَضْمضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيُنْتَثِرُ ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ
 أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا
 يَدِيهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ
 اطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا
 رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، فَإِنَّهُ هُوَ قَامٌ فَصَلَّى ، فَحَمَدَ اللَّهَ تَعَالَى ،
 وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ ، وَفَرَغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ تَعَالَى ، إِلَّا
 انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْتَهِ كَهْيَتَهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ -

فَحَدَثَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أَمَامَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ
 فَقَالَ لَهُ أَبُو أَمَامَةَ يَا عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ ، أُنْظَرْ مَا تَقُولُ ! فِي مَقَامِ وَاحِدٍ
 يُعْطِي هَذَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ عَمْرُو : يَا أَبَا أَمَامَةَ لَقَدْ كَبَرَتْ سِنِّي وَرَقِّ
 عَظَمِي وَاقْتَرَبَ أَجَلِي وَمَا لِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا عَلَى

رَسُولُ اللَّهِ لَوْلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ
ثَلَاثَةً، حَتَّىٰ عَدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، مَا حَدَّثَتْ أَبْدَابِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩৮. হ্যরত আবু নাজীহ আম্র ইবন் আবাসী সাল্লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলি যুগে আমি মনে করতাম, মানব জাতি একটি ভাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত, তারা কোনো সত্যের ধারক নয়। কেননা, তারা মূর্তি পূজা করে। একদা শুনতে পেলাম, মক্কাতে এক ব্যক্তি নতুন নতুন কথা বলছে। অমনি আমার বাহন উটনীর পিঠে আরোহণ করে তাঁর কাছে গেলাম। আমি গিয়ে দেখি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি জনতার আড়ালে আড়ালে থাকেন। কেননা তাঁর এলাকাবাসীরা তাঁর ওপর বাড়াবাড়ি করছে। সুতরাং আমি সতর্কতার মক্কায় তাঁর কাছে পৌছুলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি? তিনি বললেন : আমি তো নবী। আমি বললাম, নবী কি? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কি কি (বিধান) দিয়ে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন : তিনি আমাকে আঝীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতে, মূর্তি ভেংগে ফেলতে, তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় বলে প্রচার করতে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করতে না দিতে পাঠিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সাথে এরা (অনুসূরী) কারা? তিনি বললেন : আযাদ ও ক্রীতদাস। আর সেদিন তাঁর সাথে হ্যরত আবু বকর ও বিলাল (রা) উপস্থিত ছিলেন। আমি বললাম, আমিও আপনার অনুসূরী। তিনি বললেন : এ সময়ে তুমি এরূপ করতে সক্ষম হবে না। তুমি আমার ও লোকদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছে না? বরং এখন তুমি তোমার বাড়ী ফিরে যাও। তবে যেদিন শুনতে পাবে যে, আমি বিজয়ী হয়েছি, সেদিন আমার কাছে এসো। তিনি বলেন, অতঃপর আমি বাড়ী ফিরে এলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় চলে এলেন, আমি তখন আমার বাড়ীতেই ছিলাম। তাঁর মদীনা আসার পর থেকে যাবতীয় ঘটনা ও তাঁর পরিস্থিতি সম্পর্কে লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করতাম। অবশেষে একদা আমার এলাকাবাসীদের একটি দল মদীনা গিয়ে ফিরে আসার পর তাদের জিজ্ঞেস করলাম, যে লোকটি মদীনায় এসেছেন, তিনি কি করেন? তারা বললো, মানুষ খুব দ্রুত তাঁর কাছে ভিড় জমাচ্ছে আর তাঁর স্বর্জনিতিরা তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু সক্ষম হয়নি। আমি মদীনায় উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে চেনেন? তিনি বললেন : হাঁ, তুমি তো আমার সাথে মক্কায় সাক্ষাত করেছিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যে বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, আমি তা জানি না, এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। আমাকে নামায সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন : তুমি ফজরের নামায পড়ার পর এক বর্ষা পরিমাণ ঝুঁচতে সূর্য উঠা পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাক; কেননা এটা শয়তানের দু'টি শিং এর মাঝখানে দিয়ে উদয় হয়। আর এ সময়েই কাফিররা একে (শয়তানকে) সিজ্দা করে! তুমি আবার নামায পড়ো, কেননা এ

নামাযে ফিরিশ্তা উপস্থিত হয়ে নামাযীদের সাক্ষী হয়ে থাকে। আর এটা বর্ণার ছায়া বর্ণার সমান হয়ে যাওয়া (ঠিক দুপুরের পূর্ব) পর্যন্ত পড়তে পারো। অতঃপর নামায থেকে বিরত হও। কেননা, এ সময়ে জাহানামের আগুন প্রজ্বলিত করা হয়। অতঃপর ছায়া যখন কিছুটা হেলে যায়, তখন নামায পড়ো। কেননা এ নামাযে ফিরিশ্তা হায়ির হয়ে নামাযীদের জন্য সাক্ষী হয়ে থাকে। অতঃপর তুমি আসরের নামায পড়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত বিরত খাকো। কেননা তা শয়তানের দুঃটি শিৎ এর মাঝখান দিয়ে অস্ত যায়; আর এ সময় কাফিররা একে সিজ্দা করে। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! অযু সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ অ্যুর পানি নিয়ে কুলি করলে এবং নাকে পানি দিয়ে তা পরিস্কার করলে তার মুখ ও নাকের গুনাহসমূহ ঝড়ে পড়ে যায়। অতঃপর সে যখন আল্লাহর হৃকুম মোতাবেক তার মুখমণ্ডল ধোত করে, তখন তখন তার দাঢ়ির পাশ থেকেও গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধোত করে, তখন পানির সাথে তার দু'হাতের আংগুলসমূহ থেকেও গুনাহ ঝরে পড়ে। অতঃপর মাথো মাস্তেহ করে, তখন তার চুলের অংভাগ থেকেও গুনাহ ঝরে পড়ে। অতঃপর সে যখন তার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধোত করে, তখন তার দু'পায়ের আংগুলসমূহ থেকেও পানির সাথে গুনাহ ঝরে পড়ে। অতঃপর যে যদি নামাযে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর হাম্দ ও সানা পাঠ করে এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, অর্থাৎ যথারীতি নামায আদায় করে, আর তিনি যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, সে মর্যাদা তাঁকে দান করে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য তার অস্তর খালি করে দেয়, তাহলে সে তার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন যেন্নপ পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিল ঠিক সেরূপ নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।

অতঃপর এ হাদীসটি আমর ইবন আবাসা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের জনৈক সাহাবী আবু উমামার কাছে বর্ণনা করলেন। তা শুনে হ্যরত উমামা (রা) থাকে বললেন, হে আমর ইবন আবাসা! তুমি একটি চিন্তা কর কথাগুলো বলো। তুমি বলছো যে, একজন লোককে একই সময়ে এতো সব দেয়া হবে। আম্র বললেন, হে আবু উমামা! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং আমার হাড় পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, আর আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। মহান আল্লাহর উপর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের উপরে মিথ্যা বলার আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি যদি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছ থেকে একবার, দু'বার, তিনবার এমনকি সাতবার না শুনতাম, তাহলে আমি তা কখনো বর্ণনা করতাম না। কিন্তু আমি এটি তাঁর কাছ থেকে এর চাইতেও বেশীবার শুনেছি।
(মুসলিম)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيًّا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرْطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدِيهَا وَإِذَا أَرَادَ هَلْكَةً أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيًّا حَىْ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ حَىْ يَنْظَرُ فَأَتَرَ عَيْنَهُ بِهَلَّ كِهَا حِينَ كَذَبَهُ وَعَصَنَا أُمَّرَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৩৯. হ্যরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতির উপর রহমত করার ইচ্ছা করেন, তখন সে জাতির পূর্বেই তাদের নবীকে উঠিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁকে তাদের জন্য অগ্রিম প্রতিনিধি ও পরকালের সংষ্করণ বানিয়ে দেন। আর যখন কোনো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে চান, তখন তাদের নবীর জীবদ্শাই তাদের শাস্তি প্রদান করেন এবং তাঁর জীবনকালই তাদের ধ্বংস করেন। আর তিনি তা দেখতে থাকেন এবং তাদের ধ্বংস দেখে তিনি নিজের চোখ জুড়ান। কেননা তারা তাঁকে মিথ্যা মনে করেছিল এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছিল। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الرَّجَاءِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর কাছে আশা ও সুধারণার ফর্মালত।

মহান আল্লাহর বাণী :

وَأَنْوَضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوْقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا
مَكَرُوا (المؤمن : ٤٤، ٤٥)

“আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। অতঃপর আল্লাহর তাঁকে তাদের অনিষ্টকর যত্ন থেকে রক্ষা করলেন। (সূরা মু'মিন : ৪৪-৪৫)

٤٤. - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي وَاللَّهُ لِلَّهِ
أَفْرَحَ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجْدُ حَسَالَتَهُ بِالْفَلَّاَةِ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَبِّرًا
تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعَةِ تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَى
يَمْشِي أَقْبَلَتْ إِلَيْهِ أَهْرَوْاً” - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৪০. হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, মহামহীম আল্লাহ বলেন : “আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আছি। (সে আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা রাখে, আমিও তার সাথে সেরূপ ব্যবহার করি)। আর সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে, আমি সেখানেই তার সাথে আছি। আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ বিশাল থান্তে তার হারানো বস্তু পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবাতে এর চাইতেও অনেক বেশী আনন্দিত হন। মহান আল্লাহ আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে আসতে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই; আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তাঁর দিকে এক গজ অর্থাৎ দু'হাত অগ্রসর হই। আর যে যখন আমার দিকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে যাই। (বুখারী ও মুসলিম)

— ৪১ — وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ لَا يَمُوتُنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ عَزَّ وَجَلَّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

841. হ্যরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ইতিকালের তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছেন : “তোমাদের কেউ যেন মহামহীম আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে মারা না যায়।” (মুসলিম)

— ৪২ — وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجُوتَنِي غَفَرْتَ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَأَبَالِيْ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغْتُ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ لَمْ أَسْتَغْفِرْتَنِي غَفَرْتَ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابَ أَلْأَرْضِ خَطَايَاً ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَا تَيْتُكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

842. হ্যরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেন : হে আদম সন্তান! তুমি যতদিন পর্যন্ত আমার কাছে দু'আ করতে থাকবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আমি ততদিন তোমার গুনাহ মাফ করতে থাকবো, তা তুমি যাই কিছুই করে থাকো না কেন। হে আদম সন্তান! এ ব্যাপারে আমার কোনো অঙ্কেপ নেই। কেননা তোমার গুনাহ যদি আকাশচুম্বি অর্ধাং আকাশেও পৌছে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো থাকলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। হে বনী আদম! তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে সারা পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও যদি আমার সাথে সাক্ষাত করো, তাহলে আমি ও এ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে আসবো। (তিরিমিয়ী)

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرُّجَاءِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর প্রতি ভয়ভীতি ও আশা-ভরসা একত্রিত হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী :

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ (الاعراف : ১৯)

“দুর্দশগ্রস্ত জাতি ছাড়া আর কেউ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নশ্চিন্ত হয় না।”
(সূরা আরাফ : ১৯)

إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ (يوسف : ৮৭)

“কাফিররা ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।” (সূরা ইউসুফ : ৮৭)

يَوْمَ تَبَيَّنَتْ وُجُوهٌ وَتَسْوَدَتْ وُجُوهٌ (آل عمران : ١٠٦)

“সে দিন কতিপয় চেহারা হবে সাদা আর কতিপয় চেহারা হবে কালো।” (সূরা আলে ইমরান : ১০৬)

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (الأعراف : ١٦٧)

“নিশ্চয়ই আপনার রব খুব দ্রুত শাস্তি প্রদান করে থাকেন। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।” (সূরা আ'রাফ : ১৬৭)

إِنَّ الْأَبْزَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ (الإنفطار : ١٤، ١٣)

“সৎকর্মশীল লোকেরা সুখে থাকবে; আর বদ্কার লোকেরা দোষে থাকবে।” (সূরা ইন্ফিতার : ১৩-১৪)

فَأَمَّا مَنْ قَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ
مَوَازِينُهُ فَأَمَّهُ هَاوِيَةً (القارعة : ٩، ٦)

“অতঃপর যার (আমল বা ঈমানের) পাল্লা ভারী হবে, সে তো আশানুরূপ সুখে অবস্থান করবে; আর যার পাল্লা ওয়নে হাল্কা হবে, হাবিয়া (দোষখ) হবে তার বাসস্থান।” (সূরা কারিঁ'আ : ৬-৯)

٤٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ
الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا
عِنْدَ اللَّهِ مِنِ الرَّحْمَةِ مَا قَنْطَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ - روأه مُسْلِمٌ -

৪৪৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ঈমানদাররা মহান যদি আল্লাহর আয়াব সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকতো, তবে কেউ তাঁর জান্নাতের লোভ করতো না। আর কাফিররা যদি মহান আল্লাহর রহমত সম্পর্কে পুরোপুরি জানতো, তাহলে কেউ তাঁর জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। (মুসলিম)

٤٤٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا النَّاسُ أُوْ الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ
صَالِحةً قَاتَلَتْ : قَدَّمُونِيْ قَدَّمُونِيْ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحةً قَاتَلَتْ يَا وَيْلَاهَا !
أَيْنَ تَذَهَّبُونَ بِهَا ؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا
رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ -

৪৪৪. হযরত আবু সাউদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : জানায়ার লাশ যখন রাখা হয় এবং লোকজন তাকে তাদের কাঁধে উঠিয়ে বহন করতে শুরু করে, আর এ লাশটি যদি হয় সৎকর্মশীল ব্যক্তির তাহলে যে বলতে থাকে, আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলো, আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলো। আর যদি এটি হয়ে থাকে কোনো অসৎ ব্যক্তি লাশ তাহলে সে বলে হায়! দুর্ভাগ্যকে নিয়ে কোথায় চলেছো? মানব জাতি ছাড়া আর সবাই তার আওয়াজ শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতো তাহলে বেশ হয়ে যেতো। (বুখারী)

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شَرَائِكَ نَعْلِهِ وَالثَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - ۴۴۵

৪৪৫. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “জানাত তোমাদের প্রত্যেকের কাছে তার জুতার ফিতার চাইতে নিকটবর্তী এবং দোয়খও অনুরূপ নিকটে অবস্থান করছে।” (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ الْبَكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَشَوْقًا إِلَيْهِ
অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা ও তাঁকে ভালোবাসা।

আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (الاسراء : ۱۰۹)

“আর যারা কাঁদতে কাঁদতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, আর (কুরআন) তাদের ভীতি ও ন্যৰ্ভাবকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়।” (সূরা বনী ইসরাইল : ১০৯)

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثُ تَعْجَبُونَ وَتَضْنَحُكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (النجم : ۶۰ . ۵۹)

“তবে কি তোমরা এই কথায় বিস্মিত হচ্ছো আর হাসছো কিন্তু কাঁদছো না” (সূরা নাজম : ৫৯-৬০)

৪৪৬- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِلثَّبِيْرِيِّ أَقْرَأَ عَلَى الْقُرْآنَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ ! قَالَ : إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى جِئْتُ إِلَيْهِ أَلْآيَةً فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا (النساء : ৪১) قَالَ : حَسْبُكَ أَلَّا فَالْتَّفَتْ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

৪৪৬. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন : আমার সামনে কুরআন তিলাওয়াত করো। আমি

বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সামনে পড়বো, অথচ আপনার কাছেই তা নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন : আমি অপরের তিলাওয়াত শুনতে ভালোবাসি। সুতরাং আমি তার সামনে সুরা নিসা পড়ে শুনালাম। পড়ার সময় আমি যখন এই আয়াতে এসেছি : “তখন কি অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিতি করবো এবং আপনাকে ‘তাদের’ ওপর সাক্ষীরপে উপস্থিত করবো?” (সুরা নিসা : ৪১) তিনি বললেন : বেশ যথেষ্ট হয়েছে, থামো। এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর মুবারক দু'চোখ দিয়ে অঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٤٧- وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُ مَا أَعْلَمُ لِضَاحِكِنِّمْ قَلِيلًا وَلَبَكِيْتِمْ كَثِيرًا قَالَ فَغَطَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُمْ وَلَهُمْ خَيْرٌ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

৪৪৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক (নসীহতপূর্ণ) ভাষণ দিলেন, যে ধরনের ভাষণ আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বলেন : আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে পারতে, তাহলে হাসতে খুবই কম ; কিন্তু কাঁদতে খুবই বেশী। তিনি (রাবী) বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণ কাপড়ে মুখ ঢাকলেন এবং ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٤٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ الْبَنِ فِي الضَّرَرِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانٌ جَهَنَّمَ - رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ -

৪৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ত্রন্দন করেছে সে দোষখে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত দুধ স্তনে ফিরে না আসে। আর আল্লাহর পথে জিহাদের ধুলোবালি এবং দোষখের ধোয়া কখনো একত্রিত হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٤٩- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةُ يُظْلَمُمُ اللَّهُ فِي ظَلَلِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَنَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعْلَقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلٌ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَنْتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتٌ مَنْصِبٍ وَجَمَالٌ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ

بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا
فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৪৯. হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনির বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ১. শ্রেণীর লোকদের মহান আল্লাহ সেদিন তাঁর "সুশীতল
ছায়াতলে স্থান দিবেন, যেদিন তাঁর ছাড়া অন্য কোনো ছায়াই থাকবে না। তাঁরা হলেন : ২.
ন্যায়বিচারক শাসক বা নেতা, ৩. মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল যুবক, ৪. মসজিদের সাথে
সম্পর্ক যুক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি, ৫. যে দু'জন লোক একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে
পরম্পর বন্ধুত্ব করে এবং এ জন্যেই আবার বিছিন্ন হয়ে যায়, ৬. এরূপ ব্যক্তি যাকে কোনো
অভিজ্ঞাত পরিবারের সুন্দরী নারী খারাপ কাজে আহ্বান করেছে, কিন্তু সে বলে দিল, আমি
আল্লাহকে ভয় করি, ৭. যে ব্যক্তি এতো গোপনভাবে দান-খয়রাত করে যে, তার ডান হাত কি
দান করলো, বাঁ হাতেও তা জানতে পারলো না এবং ৮. এরূপ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর
যিকির করে এবং দু'চোখের পানি ফেলে (কাঁদে)। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৫০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّحْبِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى وَلَجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمَرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ حَدِيثٌ
صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ، وَالْتَّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ -

৪৫০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন শিখ্থীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসি দেখি তিনি নামায পড়ছেন এবং
আল্লাহর ভয়ে কাঁদার দরুন তাঁর পেট থেকে হাঁড়ির মতো আওয়াজ বেরুচ্ছে। হাদিসটি সহীহ।
আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিয়ী সহীহ সনদসহ শামাইলে বর্ণনা করেছেন।

৪৫১. وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بْنِ
كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ : لَمْ يَكُنْ
الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ : وَسَمَّانِيْ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَبَكَى أَبَى - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৫১. হ্যরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইবন কাব (রা)-কে বললেন : মহামহীম আল্লাহ আমাকে তোমার
সামনে সূরা (বাইয়িনাহ) পড়তে আদেশ করেছেন। তিনি (উবাই) জিজেস করলেন, তিনি কি
আমার নাম উল্লেখ বলেছেন? তিনি (নবী) বললেন : হ্যা। অতঃপর হ্যরত উবাই (রা) কেঁদে
উঠলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৫২. وَعَنْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاتَ رَسُولُ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنْطَلِقُ بِنَا إِلَى أَمْ أَيْمَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، نَزُورُهُمَا كَمَا كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ يَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَ لَهَا : مَا يُبْكِيْكِ ؟
 أَمَا تَعْلَمِنِيْ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ! قَالَتْ : أَنِّي
 لَا أَبْكِيْ أَنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ وَلَكِنِّي أَبْكِيْ
 أَنَّ الْوَحْىَ قَدْ انْقَطَعَ مِنِ الشَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ ، فَجَعَلَاهُمْ يَبْكِيَانِ
 مَعَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৫২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর একদা হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমর (রা)-কে বললেন, চলো, আমরা উষ্মে আয়মানকে দেখে আর্দস, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখতে যেতেন । অতঃপর তাঁরা যখন তাঁর কাছে পৌছলেন, তিনি কেঁদে ফেললেন । তাঁরা তাঁকে জিজেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, মহান আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মৎগলময় পরিবেশে ও কুশলেই আছেন? তিনি বললেন, আমি কাঁদছি এ জন্যে যে, আসমান থেকে অহী আসা যে বন্ধ হয়ে গেলো! এ কথায় তাদের উভয়ের অন্তর প্রভাবান্বিত হলো এবং তাঁর সাথে তাঁরাও কাঁদতে শুরু করে দিলেন । (মুসলিম)

৪৫৩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ وَجَعْهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : مُرُوْأٌ أَبَا بَكْرٍ فَلَيُصَلَّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَا الْقُرْآنَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ فَقَالَ : مُرُوْهٌ فَلَيُصَلَّ -

وَفِي رِوَايَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنِ الْبُكَاءِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ -

৪৫৩. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাথাজনিত রোগ যখন তৈরি আকার ধারণ করলো, সে সময় একদা তাঁকে নামাযে আহ্বান করা হলে তিনি বললেন : আবু বকরকে আদেশ করো, সে যেন সাহাবাদের সাথে নামায পড়ে (অর্থাৎ ইমাম হয়ে নামায পড়ায়) হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আবু বকর (রা) তো অত্যন্ত কোমল হস্তয়ের মানুষ, যখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করবেন, তখন ক্রন্দন তার উপর প্রভাব বিস্তার করে । অতঃপর আবার তিনি বললেন : তাকে আদেশ কর সে যেন নামায পড়ায় ।

হয়রত আয়েশা (রা) অপর এক বৰ্ণনায় আছে, তিনি (আয়েশা) বলেন, আমি বললাম, আবু বকর (রা) যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন কানার কারণে মুসল্লিদের (কুরআন) শুনতে পারবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٤ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَوْفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ: قُتِلَ مُصْبَبُ بْنُ عَمِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةً إِنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ بَدَأَ رَأْسُهُ، ثُمَّ بُسْطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسْطَ أُوْ قَالَ أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا قَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عَجَلْتُ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيًّا تَرَكَ الطَّعَامَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৫৪. হয়রত ইব্রাহীম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আবদুর রহমান ইব্ন আউফের সামনে খাবার পেশ করা হলো, তখন তিনি ছিলেন রোষাদার। তিনি বললেন : মুস'আব ইব্ন উমায়ের (রা) শহীদ হয়ে গেছেন। আর তিনি আমার চাইতে উত্তম লোক ছিলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মতো কাপড়ের ব্যবস্থাই ছিল না। তবে একটি চাদর ছিল, এ দ্বারা তাঁর মাথা ঢাকতে চাইলে তাঁর পা দু'টি অনাবৃত হয়ে যেতো, আর পা ঢাকতে চাইলে মাথা অনাবৃত হয়ে যেতো। অতঃপর আমাদের পার্থিব সুখ স্বাক্ষর দেয়া হলো। ভয় হচ্ছে, আমাদের সৎকাজের বিনিময়ে ইহকালের কখনো দস্তরখানে (খানার স্থানে) বসে খাদ্য গ্রহণ করেননি, আর তিনি কখনো চাপাতি রূটিও খাননি। (বুখারী)

٤٥٥ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ صُدَىًّ بْنِ عَجْلَانَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثْرَيْنِ: قَطْرَةُ دُمْوَعٍ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطْرَةُ دُمٍ تَهَرَّاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْأَثْرَانِ: فَأَثْرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَثْرُ فِي فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

৪৫৫. হয়রত আবু উমাম সুদাই ইব্ন আজলান আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : মহান আল্লাহর কাছে দু'টি বিন্দু (ফেঁটা) দু'টি নির্দশনের চাইতে প্রিয় বস্তু আর কিছু নেই। তার একটি হলো আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুবিন্দু এবং অপরটি হলো : আল্লাহর পথে প্রবাহিত রজ্জুবিন্দু। আর নির্দশন দু'টি হলো, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর ফরয়সমূহের মধ্য থেকে কোন ফরয় আদায় করা। (তিরমিয়ী)

٤٥٦ - حَدِيثُ الْعَرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَوْعَظَةً وَجَحْتَ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْنُونَ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ -

৪৫৬. হ্যরত ইবন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে এমন এক উপদেশপূর্ণ খৃত্বা দেন যাতে আমাদের অন্তর ভীতসন্ত্বষ্ট হয়ে পড়ে এবং চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। (আবু দাউদ ও তিরমিয়া)

بَابُ فَضْلِ الزَّهْبِ فِي الدُّنْيَا وَالْحِثُّ عَلَى التَّفْلِيلِ وَمِنْهَا وَفَضْلِ الْفَقْرِ
অনুচ্ছেদ : দরিদ্র জীবনযাপন, সৎসারে অনাসক্তি এবং পার্থিব বস্তু কম অর্জনের উৎসাহ প্রদান এবং দারিদ্রতার ফ্যীলত।

মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخْذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزْيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَمِيدًا كَانَ لَمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِيِّ كَذَلِكَ تُفْصِلُ الْأَيَّاتُ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (যুনস ২৪)

“বস্তুত পার্থিব জীবনের অবস্থা তো একপ, যেরূপ আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, অতঃপর এর সাহায্যে যমীনের সে সব উদ্ধিত অত্যন্ত ঘন হয়ে উৎপন্ন হলো, যেগুলো মানুষ এবং পশুরা ভক্ষণ করে। অতঃপর যমীন যখন পুরীপূর্ণ সুদৃশ্য রূপ পরিগ্রহ করলো এবং শোভনীয় হয়ে উঠলো, আর এর মালিকরা মনে করতে লাগলো যে, তারা এর পূর্ণ অধিকারী হয়ে গেছে, তখনি দিনে অথবা রাতে আমার পক্ষ থেকে কোনো আপদ এসে পড়লো, আর আমি এগুলোকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেনে গতকাল এগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। চিন্তাশীল লোকদের জন্য নির্দর্শনসমূহ আমি একপেই বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি।” (সূরা ইউনুস : ২৪)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِينَ مَا تَذْرُوْهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلَأً (الকেফ : ৪০، ৪১)

“আর আপনি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের অবস্থা বর্ণনা করুন। তা হচ্ছে ঠিক এমনি যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম। অতঃপর এর সাহায্যে যমীনের উদ্ধিবসমূহে ঘন হয়ে উৎপন্ন হলো এবং পরে তা শুকিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো এবং বাতাস এগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে ফিরতে লাগলো। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের একটি শোভা মাত্র। অনেক কাজসমূহ অনন্তর্কাল ধরে থাকবে; আর এগুলোই আপনার রাবের কাছে সাওয়াব হিসেবে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে উন্নত।” (সূরা কাহফ : ৪৫-৪৬)

**أَعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخْرٌ بِنَكْمٍ وَتَكَاثِرٌ
فِي الْأَهْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِطُ فَتَرَاهُ
مُصْنَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَفْرِرٌ مِّنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (الْحَدِيد : ২০)**

“জেনে রাখো, পার্থিব জীবন তো কেবল খেল-তামাশা এবং জাঁকজমক ও পরম্পর আত্মগর্ব করা, আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে একে অন্যের অপেক্ষা প্রাচুর্য বর্ণনা করা মাত্র। যেরূপ বৃষ্টি বর্ষিত হলে এর সাহায্যে উৎপাদিত ফসল কৃষকদের আনন্দ দেয়, অতঃপর তা শুকিয়ে যায় এবং তুমি তাকে হরিদ্রা বর্ণের দেখতে পাও। অতঃপর তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আর পরকালে রয়েছে কঠোর শাস্তি; আর আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন হলো প্রতারণার উপকরণ মাত্র।” (সূরা হাদীদ : ১০)

**زِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِينَ الْمُفْنَطِرَةِ
مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران : ১৪)**

“নারী, সন্তান-সন্ততি, পুজীভূত সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, পালিত পশু ও শস্যক্ষেত, এগুলোর প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মনকে সুশোভিত করা হয়েছে। মূলত এগুলো হলো পার্থিব জীবনের ব্যবহারিত উপকরণ। আল্লাহর নিকট রয়েছে সুশোভিত পরিণাম বা প্রত্যাবর্তন।” (সূরা আলে ইমরান : ১৪)

**يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُحْكَمُ فِي الْحَقِّ فَلَا تَفْرَنُوكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِيَنُوكُم
بِاللَّهِ الْغَرُورُ (فاطর : ৫)**

“হে মানব জাতি! আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য; সুতরাং এ পার্থিব জীবন যেনো তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে রাখে। আর মহা প্রতারক (শয়তান) যেনো তোমাদের আল্লাহ সংস্কে ধোঁকায় না ফেলতে পারে”। (সূরা ফাতির : ৫)

**الْهَاكُمُ التَّكَاثِرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (التكاثر: ১-৫)**

“ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য ও দাঙ্গিকতা তোমাদের ভূলিয়ে রেখেছে। এভাবেই তোমরা কবরে পৌছে যাও। কখনো নয়, অতি শিগ্রীর তোমরা জানতে পারবে। অতঃপর কখনো নয়, তোমরা অবিলম্বেই জানতে পারবে। কখনো নয়, যদি তোমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারত”। (সূরা তাকাসূর : ১-৫)

**وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ لَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُيَ الْحَيَاةُ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (العنكبوت: ৬৪)**

“আর এই পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়, বস্তুত পরকালের জীবনই থ্রুট জীবন। তারা যদি তা জানতে পারতো”। (সূরা আন্কাবৃত : ৬৪)

**٤٥٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاحَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِيَ
بِحِزْيَتِهَا فَقَدِمَ بِمَالِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ
فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَنْصَرَفْ فَتَعْرَضُوا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَهُمْ ثُمَّ قَالَ :
أَظْنَنُكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَئٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟ فَقَالُوا : أَجَلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : أَبْشِرُوكُمْ وَأَمْلُوكُمْ مَا يَسِّرَهُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى
عَلَيْكُمْ وَلَكُنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسِطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوا هَا؛ فَتَهْلِكُمْ كَمَا أَهْلَكْتُهُمْ ، مُتَّفِقُ عَلَيْهِ -**

৪৫৭. হ্যরত আমর ইবন আওফ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহরাইনে জিয়িয়া আদায় করে আনার জন্যে আবু ওবায়দা ইবন জাররাহকে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। আনসারগণ যখন শুনতে পেলেন যে, হ্যরত আবু ওবায়দা (রা) ফিরে এসেছেন, তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ফজরের নামায পড়ার জন্যে এসে পৌছলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করার পর তাঁরা তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুছকি হেসে বললেনঃ আমার মনে হচ্ছে, তোমরা আবু ওবায়দার বাহরাইন থেকে মাল নিয়ে ফিরে আসার সংবাদ শুনতে পেয়েছো? তারা বললেনঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা

আনন্দিত হও, আর যে বস্তু তোমাদের খুশীর কারণ তার আশা পোষণ করো। তবে আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তোমাদের দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় করিছ না বরং আমি ভয় করিছি এ জন্যে যে, পার্থিব (সামগ্রী) তোমাদের সামনে প্রসারিত হয়ে যাবে, যেরপে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য প্রসারিত হয়েছিল। আর তারা যেরপে লালসা ও মোহগ্নত হয়ে পড়েছিল, তোমরাও সেরূপ লালসাগ্নত হয়ে পড়বে এবং (এই পার্থিব সামগ্রী) তাদের যেরূপ ধ্বংস করেছে, তোমাদেরও সেরূপ ধ্বংস করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ : إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِيْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدِّيْنِا وَزَيْنَتِهَا - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

৪৫৮. হযরত আবু সাইদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিস্রে বসলেন এবং আমরাও তাঁর চারপাশে বসলাম। অতঃপর তিনি বললেন : আমার তিরোধানের পর যে বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমাদের জন্য আমার ভয় হচ্ছে তম্ভধ্যে একটা হলো, বিভিন্ন দেশ জয়ের পর তোমাদের হাতে যখন প্রাচুর্য আসবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٩ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَشَرَى قَالَ إِنَّ الدِّنْيَا حَلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَحْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدِّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৫৯. হযরত আবু সাইদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : দুনিয়াটা একটা শ্যামল সবুজ সুমিষ্ট বস্তু। মহান আল্লাহ এখানে তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তোমরা কি করছো তা দেখছেন। সুতরাং এ দুনিয়ার (লোভ-লালসা থেকে) আত্মরক্ষা করো এবং স্ত্রীলোকের (ফিত্না) সম্পর্কেও সতর্ক থাক। (মুসলিম)

٤٦٠ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الْبَشَرَى قَالَ : اللَّهُمَّ لَا عِيشَ إِلَّا عِيشُ الْأُخْرَةِ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

৪৬০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : “হে আল্লাহ! পরকারের জীবনই তো প্রকৃত জীবন”। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦١ - وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَشَرَى قَالَ : يَتَّبِعُ الْمَيْتَ ثَلَاثَةً أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ فَيَرْجِعُ أَثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيَبْقَى عَمَلَهُ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ -

৪৬১. হ্যরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তিনটি জিনিস মৃতের পেছনে পেছনে (কবর পর্যন্ত) যায় : তার আঢ়ীয়-পরিজন, ধন-সম্পদ ও তার আমল (নেক বা বদ) অতঃপর দুঁটি ফিরে আসে আর একটি (তার সাথে) থেকে যায়। তার আঢ়ীয়-পরিজন ও সম্পদ ফিরে আসে এবং তার আমল তার সাথে থেকে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৬২ - وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالنَّعْمٍ أَهْلُ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يَقَالُ : يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৬২. হ্যরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন জাহানামীদের মধ্য থেকে দুনিয়াতে যে সবচাইতে ধনী ছিল, তাকে হায়ির করা হবে এবং দোয়থে নিষ্কেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জিজেস করা হবে, হে আদম সত্তান! তুমি কি কখনো কোনো কল্যাণ দেখেছো? তুমি কি কখনো স্বত্তি ও শাস্তিতে দিন যাপন করেছো? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম করে বলছি, হে আমার রব! কখনো না। আর জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকেও একজনকে হায়ির করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচাইতে দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ত ছিল। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং জিজেস করা হবে, তুমি কি কখনো কোনো অভাব দেখেছো? তুমি কি কখনো দুর্দশা ও অনটনের মধ্যে দিন যাপন করেছো? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি কখনো অভাব-অনটন দেখিনি আর আমার ওপর দিয়ে তেমন কোনো দুর্দশার সময়ও অতিবাহিত হয়নি। (মুসলিম)

৪৬৩ - وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلَيَنْظُرْ بِمِنْ يَرْجِعُ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৬৩. হ্যরত মুস্তাওরিদ ইব্ন শাদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : পরকালের তুলনায় ইহকালের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যে, তোমাদের কেউ তার কোনো একটি আঙুল সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখে যতটুকু সাথে নিয়ে ফিরে। (আঙুলের অগ্রভাবে সমুদ্রের পানি যে অংশ লেগে থাকে, সমুদ্রের তুলনায় এটা যেরূপ কিছুই নয়, তেমনি আবিরাতের তুলনায় দুনিয়াটা কিছুই নয়)। (মুসলিম)

٤٦٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ وَالنَّاسُ كَذَفَتْهُ فَمَرَّ بِجَدْيِ أَسَكَ مَيْتٍ فَتَنَاهَلَهُ فَأَخَذَ بِأَذْنِهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدْرُهُمْ ؟ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ ؟ ثُمَّ قَالَ أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ؟ قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًا كَانَ عَيْبًا أَنَّهُ أَسَكَ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيْتٌ ! فَقَالَ فَوَاللَّهِ لِلَّدُنْنِيَا أَهْوَنَ " عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৬৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো একটি বাজারের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তাঁর দু'পাশে ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম । তিনি যখন একটি কানকাটা মরা ছাগল ছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এর কান ধরে তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা কিনে নিতে রাখী আছো? তাঁরা বললেন, আমরা কোনো কিছুর বিনিময়ে এটা নিতে রাখী নয়; আর আমরা এটা দিয়ে করবোই বা কি? তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা বিনামূলে এটা নিতে রাখী আছো? তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম! এটা যদি জীবিতও থাকতো, তবু তো ক্রটিপূর্ণ ; কেননা এটার কানকাটা । তবে মৃত্যুকে দিয়ে কি হবে? অতঃপর তিনি বললেন : আল্লাহর কসম করে বলছি! তোমাদের কাছে এ ছাগল ছানাটা যেরূপ নিকৃষ্ট দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে এ চাইতেও বেশি নিকৃষ্ট । (মুসলিম)

٤٦٥ - وَعَنْ أَبِي ذِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أَحَدٌ فَقَالَ : يَا أَبَا ذِرٍ : قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : مَا يَسِرُّنِي أَنْ عِنْدِي مِثْلَ أَحَدٍ هَذَا ذَهْبًا تَمْضِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدَهُ لِدِينِ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادَ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شَمَائِلِهِ وَعَنْ خَلْفِهِ ثُمَّ سَارَ فَقَالَ : إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقْلَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا : عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شَمَائِلِهِ وَمَنْ خَلْفَهُ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ قَالَ لِي وَمَكَانِكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى أَتِيكَ ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ الْيَلِ حَتَّى تَوَارَى فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدْ أَرْتَعَ فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتِيهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لَا تَبْرَحْ حَتَّى أَتِيكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي فَقُلْتُ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ مِنْهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ : وَهَلْ سَمِعْتَهُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ : ذَاكَ

جِبْرِيلُ أَتَاهُ فَقَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْتَكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ
قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৬৫. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তুনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনায় কালো কংকরময় প্রান্তরে হাঁটছিলাম। অতঃপর ওহুদ পাহাড় আমাদের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বললেন : হে আবু যার! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে হায়ির আছি। তিনি বললেন : এই ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি আমার কাছে থেকে থাকে, তবু আমি খুশী হবো না। কেননা তিনি দিনও অতীত হবে না যে, আমার কাছে তা থেকে ঝণ আদায়ের অংশ ছাড়া এক দীজ্জারও অবশিষ্ট থাকবে না; বরং আমি আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এভাবে ওভাবে ডান-বাঁয়ে এবং পেছনে খরচ করে ফেলবো। এ কথা বলে তিনি এগিয়ে চললেন এবং বললেন : বেশি সম্পদশালীরাই কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে; কিন্তু যারা সম্পদ এভাবে এভাবে এভাবে ডান-বাঁয়ে ও পেছনে খরচ করেছে তারা নিঃস্ব হবে না। তবে এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন : আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজের স্থান থেকে নড়ো না। অতঃপর তিনি রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমি একটা বিকট শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গেলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের উপর কোনো অস্বাভাবিক কিছু ঘটে গেলো কি না? কাজেই আমি তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তার এ আদেশ : “আমি না আসা পর্যন্ত নিজের স্থানে থেকে নড়ো না” স্মরণ হয়ে গেলো এবং তাঁর ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমি স্থান ত্যাগ করলাম না। তিনি ফিলে এলেন। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, আমি তো একটা বিকট শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার আদেশ স্মরণ হওয়াতে এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি তাহলে সে শব্দ শুনেছো? আমি বললাম হ্যা, তিনি বললেন : এটা জিব্রাইলের শব্দ। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন : তোমার উম্মতের যে কেউ আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললা, যে যদি চুরি করে, সে যদি চুরি করে! তিনি বললেন : সে যদি যিনাও করে এবং চুরিও করে, তবু জান্নাতে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ
كَانَ لِيْ مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبَأَ لِسَرَنِيْ أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيْ ثَلَاثَ لِيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٍ
إِلَّا أَرْصِدُهُ لِدِيْنِ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমার কাছে যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিনি দিন যেতে না যেতে আমার কাছে এর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, এতেই আমি আনন্দিত হবো। তবে ঝণ আদায়ের জন্যে কিছু অংশ আটকে রাখতে পারি। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦٧ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقُكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزَدِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُتَّفِقُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخُلُقِ : فَلَيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ .

৪৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের চাইতে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে তাকাও এবং তোমাদের চাইতে উচ্চ মর্যাদাশালীদের দিকে তাকিও না। তোমাদের উপর আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহকে নিকৃষ্ট মূলে না করার জন্যে এটাই উৎকৃষ্ট পথ। (বুখারী ও মুসলিম) বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে : তোমাদের কেউ যখন তার চাইতে ধনী ও সৌন্দর্যমণ্ডিত কোনো ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে দেখো, তখন সে যেনে তার চাইতে নিম্নমানের ব্যক্তির দিকেও তাকায়।

٤٦٨ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَعِسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيسَةِ إِنْ أَعْطَيْ رَهْبَسِيَ وَإِنْ لَمْ يُغْطَ لَمْ يَرْضَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৪৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : দীনার, দিরহাম, কালো চাদর ও চওড়া পেঢ়ে পশ্চমী চাদরের অনুরাগী গোলাম ধর্ষণ হয়েছে। কেননা, তাকে যদি দেয়া হয়, তবে খুশী আর না দেয়া হলেই অখুশী। (বুখারী)

٤٦٩ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِادَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَّةٌ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৪৬৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্তরজন আসহাবে সুফ্ফাকে দেখেছি তাঁদের কারো কারো চাদর ছিল না। কারো হয়তো একটি লুংগী আর কারো একটি কম্বল ছিল। তারা এটাকে নিজেদের গলায় বেঁধে রাখতেন। কারোরটা হয়তো তাঁর পায়ের গোছার অর্ধাংশ পৌছতো; আর কারোরটা হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে তারা হাত দিয়ে এটাকে ধরে রাখতেন। (বুখারী)

٤٧٠ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْدِيْنَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৪৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “দুনিয়াটা হলো ঈমানদারদের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত বা উদ্যান।” (মুসলিম)

৪৭১ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكِبَرَى فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَبِيلٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخَذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِيكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمِوْتِكَ
- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৭১. হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধ ধরে বললেন : দুনিয়াতে তুমি মুসাফির অথবা পথচারী হয়ে থেকো। আর এ জন্যেই ইবন উমর (রা) বলতেন : তুমি যখন সন্ধ্যা যাপন করো তখন সকালের প্রতীক্ষা করো না। আর আর যখন তুমি ভোর পাও তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। আর তোমার সুস্থ সময়ে রোগের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং তোমার জীবনকালে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করো। (বুখারী)

৪৭২ - وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْكِبَرَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلْنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ : ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبِّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبِّكَ النَّاسُ ، حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ -

৪৭২. হযরত আবুল আকবাস সাহল ইবন সাদ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন, যখন আমি তা করবো, তখন আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে। উত্তরে তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি অনাস্তু হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন; আর মানুষের কাছে যা কিছু আছে, সেদিকে লোভ করো না, মানুষও তোমাকে ভালোবাসবে। হাদীসটি হাসান, ইবন মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

৪৭৩ - وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ذَكَرَ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَصَابَ النَّاسَ مِنِ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكِبَرَى يَظْلِمُ الْيَوْمَ مَا يَتَوَى مَا يَأْجُدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ
- رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৭৩. হযরত নুমান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সব লোকের পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ ও ধন-সম্পদ অর্জিত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উমর ইবনুল খাতৰা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, সারাদিন তাঁর (নাড়িভৃড়ি) পেঁচিয়ে থাকতো, অথচ এ পেটে দেয়ার জন্যে এমন কোনো নষ্ট পুরোনো খেজুরও মিলতো না। (মুসলিম)

৪৭৪- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوْفِيَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَا فِي بَيْتِيِّ مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبْدٍ إِلَّا شَطَرٌ شَعِيرٌ فِي رَفِّ لِي فَأَكْلَتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فَكِلْتُهُ فَقَنِي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৭৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তিকালের সময় আমার ঘরে এমন কোনো বস্তু ছিলো না কোন আণী খেতে পারে। তবে দেরাজে সামান্য কিছু যব মজুদ ছিল অনেক দিন পর্যন্ত আমি তা থেকে খেতে থাকলাম। অবশেষে আমি তা ওজন করলাম তখন তা শেষ হয়ে গেলো। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৭৫- وَعَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَوْتُهُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتُهُ الْبَيْضَاءُ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৭৫. হযরত উশুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া বিনতে হারিসের ভাই আমর ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইস্তিকালের সময় কোনো দীনার-দিরহাম, দাস-দাসী এবং অন্য সামগ্ৰী রেখে যাননি। তবে মাত্র তাঁর একটি সাদা খচের, যার উপর তিনি সাওয়ার হচ্ছেন, তাঁর তুরবারী এবং মুসাফিরদের জন্যে সাদাকাকৃত কিছু ভূমি রেখে যান। (বুখারী)

৪৭৬- وَعَنْ خَبَابِ بْنِ الْأَرَاتِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَ اللُّهِ تَعَالَى فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللُّهِ ، فَمَنَا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْبَبٌ بِنِ عَمَيْرٍ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ قُتِلَ يَوْمَ أَحْدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ بَدَأَ رَأْسَهُ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلِيهِ مِنَ الْإِنْدِرِ وَمِنَ أَيْنَعْتَ لَهُ ثَمَرَتُهُ ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৭৬. হযরত খাব্বাব ইব্ন আরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজৰত করেছি। কাজেই এর সাওয়াব আমরা আল্লাহর কাছে পাব। আমাদের মধ্যে কেউ এর বিনিমেয়ে উপভোগ না করেই মারা গেছেন। তথ্যে মুস'আব ইব্ন উমায়ের (রা) উল্লেখযোগ্য। তিনি ওহুদ যুক্তে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর সম্পদের মধ্যে রেখে স্থান মাত্র একটি রঙ্গীন পশমী চাদর। আমরা (কাফল দেবার জন্যে চাদরটি দিয়ে) তাঁর মাথা ঢাকতে চাইলে পা দু'টি অনাবৃত হয় যেতো। আর পা দু'টি ঢাকতে চাইলে মাথা অনাবৃত হয়ে যেতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথা ঢেকে দিতে এবং তাঁর পায়ে 'ইয়থির' নামক সুগন্ধিযুক্ত ঘাস বেধে দিতে আমাদের আদেশ করেন। বর্তমানে আমাদের কারোর কারোর অবস্থা তো এরূপ যে, তাঁর ফল পেকে রয়েছে আর তিনি তা কেটে উপভোগ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعْوَذَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مَاءً - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ - ৪৭৭

৪৭৭. হযরত সাহূল ইব্ন সাদ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “আল্লাহর কাছে দুনিয়াটা যদি মশার ডানার সমতুল্যও হতো, তাহলে তিনি তা থেকে কাফিরদের এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না।”(তিরমিয়ী)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا وَالَّهُ عَالِمًا وَمَتَعْلِمًا - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ - ৪৭৮

৪৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : জেনে রেখো, দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা আছে সব কিছুই অভিশপ্ত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার যিক্র এবং তিনি যা পছন্দ করেন এবং জ্ঞানী ও জ্ঞানার্জনকারী। (তিরমিয়ী)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَخَذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ - ৪৭৯

৪৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “তোমরা জমিজমা ও ক্ষেতখামার অর্জনের পেছনে পড়ে যেও না, তাহলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসঙ্গ হয়ে পড়বে।” (তিরমিয়ী)

48. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقُلْنَا : قَدْ وَهِيَ فَنَحْنُ نُتَنْحِلُهُ فَقَالَ مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤِدُ وَالْتَّرمِذِيُّ بِإِسْنَادِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٌ -

৪৮০. হযরত আবুদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা একটি কুড়ের মেরামত করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজেস করলেন: এটা কি করা হচ্ছে? আমরা বললাম, এটা নড়বড়ে বা ভঙ্গপ্রায় হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা এটা মেরামত করছি। তিনি বললেন: আমি তো দেখতে পাচ্ছি কিয়ামত এর ঢাইতেও তাড়াতাড়ি হয় যাবে। আবু দাউদ ও তিরমিয়ী, বুখারী ও মুসলিমের সনদে ও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

481. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةً أَمْتَى الْمَالِ ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

৪৮১। হযরত কাব' ইব্ন ইয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: প্রত্যেক জাতির জন্য একটি ফিত্না (পরীক্ষার বস্তু) আছে। আর আমার উম্মতের ফিত্না হলো সম্পদ। (তিরমিয়ী)

482. وَعَنْ أَبِي عَمْرِو وَيُقَالُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَيُقَالُ أَبُو لَيْلَى عُثْمَانَ أَبْنَ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ لَابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخَصَالِ بَيْتُ يَسْكُنُهُ وَتَوْبُ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

৪৮২. হযরত আবু আমর (রা) তাঁকে আবু আবদুল্লাহ বলেও ডাকা হতো। আবু লায়লা উসমান ইব্ন আফফান ও বলা হলো (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ৩টি বস্তু ছাড়া আদম সন্তানের আর কিছুর ওপর অধিকার নেই। তা হলো: ১. তার বসবাসের জন্য একটি ঘর; ২. অংগ ঢাকার জন্যে কিছু বস্ত্র এবং ৩. শুধু কৃটি ও পানি। (তিরমিয়ী)

483. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّفِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ : "أَلَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ" قَالَ يَقُولُ أَبْنُ آدَمَ مَالِيْ مَالِيْ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكِ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন শিখীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে দেছি, তিনি সুরা তাকাসুর
الْهُكْمِ "ধন-ঐশ্বর্য ও ধার্য তোমাদের পরকাল ভুলিয়ে রেখেছে" পাঠ করছেন। অতঃপর তিনি বললেন : আদম সত্তানরা 'আমার সম্পদ' 'আমার ধন' ইত্যাদি বলে থাকে। অথচ হে বনী আদম! ততোটুকুই তোমার সম্পদ, যতোটুকু তুমি খে়ে শেষ করেছ এবং পরিধান করে পুরনো করেছ এবং দান-খয়রাত করে পরকালের জন্য সঞ্চয় করেছ। (মুসলিম)

৪৭৪ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفِّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ؟ قَالَ : وَاللَّهِ
إِنِّي لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدُّ لِلْفُقَرَ تَجْفَافًا فَإِنَّ
الْفُقَرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنِ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

৪৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বললেন : কি বলছো তা ভেবে দেখো। সে বললো, আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই আপনাকে ভালোবাসি, এরপ সে তিনবার বললো। অতঃপর তিনি বললেন : তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো, তাহলে দারিদ্রের জন্যে মোটা পোষাক তৈরী করে নাও। কেননা, পানি যে গতিতে তার শেষ গত্তব্যের দিকে ধেয়ে যায়, আমাকে সে ভালোবাসে দারিদ্র্য ও নিঃস্বত্তা তার চাইতেও দ্রুতগতিতে তার কাছে পৌছে যায়। (তিরিয়মী)

৪৮৫ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
مَاذِيْبَانِ جَائِعَانِ رُسِلَّا فِيْ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَىِ الْمَالِ
وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

৪৮৫. হযরত কাব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "সম্পদ ও আভিজাত্যের প্রতি মানুষের লোভ তার ধর্মের যতোটুকু ক্ষতি করতে পারে, বক্রীর পাল ধ্বংস করার জন্যে ছেড়ে দেয়া দু'টো ক্ষুধার্ত নেকড়েও বক্রীর পালের ততোটুকু ক্ষতি করতে পারে না।" (তিরিয়মী)

৪৮৬ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىِ حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَتَرَ فِيْ جَنْبِهِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ
وَطَاءً فَقَالَ : مَالِيْ وَلِدِيْنَا ؟ وَمَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَّاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ
شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

৪৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাটাইয়ের (মাদুর) ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে ওঠার পর আমরা তাঁর মুবারক শরীরে চাটাইয়ের দাগ দেখে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা যদি আপনার জন্য একটি তোষক বানিয়ে দিতাম! তিনি বললেন : দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তো দুনিয়াতে এরূপ একজন মুসাফির, যে গাছের ছায়াতলে বিশ্রাম নেওয়, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়ে চলতে শুরু করে। (তিরিমিয়ী)

৪৮৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِائَةٍ عَامٍ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ -

৪৮৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “দরিদ্ররা ধনীদের চাইতে পাঁচশ’ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে”। (তিরিমিয়ী)

৪৮৮- وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৮৮. হযরত ইবন আবাস ও ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমি জান্নাতের অবস্থা অবগত হলাম। আমি দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। আর জাহানামের অবস্থা অবহিত হলাম। দেখলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৮৯- وَعَنْ أَسَمَّةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَةً مِنْ دَخْلِهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْحَدَّ مُحِبُّوْسُونَ غَيْرُ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمْرِبِّهِمْ إِلَى النَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৯০. হযরত উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : “আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, এতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই নিঃস্ব-দরিদ্র আর সম্পদশালীদের আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু দোষযীদের দোষখে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।” (বুখারী ও মুসলিম)

৪৯০- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ أَصْدِقْ كَلِمَةً قَالَهَا شَاعِرٌ ”لَبِيْدٌ“ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَّ اللَّهُ بَاطِلٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৯০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : কবি ‘লবিদ’ যা বলেছেন, তা ধ্রব সত্য। তিনি বলেছেন, “জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই মিথ্যা।” (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الْجُوعِ وَخُشُونَةِ الْعَيْشِ وَالْأَقْتَصَارُ عَلَى الْقَلِيلِ مِنَ الْمَأْكُولِ
وَالْمَشْبُرُوْبِ وَالْمَلْبُوْسِ وَغَيْرِ مِنْ حُظُوْظِ النَّفْسِ وَتَرَكِ الشَّهَوَاتِ۔

অনুচ্ছেদ : অনাহারে থাকার ফয়লত ও সংসারে নিরাসক জীবন যাপন, খাদ্য, পানীয় ও পোষাক আশাকে অল্পে তুষ্টি এবং প্রতিবেশী গোলামী থেকে বিরত থাকা।

মহান আল্লাহ বলেন :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَأَثْبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ
يَأْلَقُونَ غَيْرًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظْلَمُونَ شَيْئًا (মরিম: ৫৯-৬০)

“অতঃপর তাদের পরে এমন উত্তরসূরীর জন্ম হলো, যারা নামায বিনষ্ট করে দিলো এবং কৃপ্তব্যের অনুসরণ করলো। সুতরাং তারা অবিলম্বেই বিপদের সাক্ষাত পাবে। কিন্তু যারা তাওয়া করেছে এবং ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা জান্নাতে যাবে, আর তাদের সাথে কোনো যুলমু করা হবে না।” (সূরা মারইয়াম : ৫৯-৬০)

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمٍ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا
لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
وَيَلَّكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ أَمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا (القصص: ৮০-৮১)

“অতঃপর সে (কারুন) জাঁকজমকের সাথে তার সম্পদায়ের লোকদের সামনে বের হলো। (এ অবস্থা দেখে) পার্থিব জীবনের সম্পদ অভিলাষীরা বলতে লাগলো, আহা! কারুনকে যেরূপ সম্পদ দেয়া হয়েছে, আমাদেরও যদি সেরূপ দেয়া হতো! বাস্তবিকই সে বড়ই ভাগ্যবান। আর জ্ঞানীরা বলতে লাগলো, হায় সর্বনাশ! তোমরা এ কি বলছো? ঈমানদার হয়ে সে সৎকাজ করবে, সে আল্লাহর কাছে এর চাইতে বহুগুণে উত্তর প্রতিদান পাবে।” (সূরা কাসাস : ৭৯-৮০)

ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (التകاثر : ৮)

“তারপর সেদিন (দুনিয়ার সব) নিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” (সূরা আত্তাকাসুর : ৮)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءَ لِمَنْ فُرِيدَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ
جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا (الإسراء: ১৮)

“যে ব্যক্তি দুনিয়ার অভিলাষী হবে, আমি তাকে ইহকালে যতটুকু ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা সত্ত্বেই প্রদান করবো। অতঃপর তার জন্যে দোষখে নির্ধারণ করে রাখবো। সে তাতে বঞ্চিত, বিভাড়িত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে প্রবেশ করবে।” (সূরা বনী ইস্রাইল : ১৮)

٤٩١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبَعَ أَلْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّىٰ قُبِضَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ .
وَفِي روَايَةٍ : مَا شَبَعَ أَلْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْذَ قَدْمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبَرِّ
ثَلَاثَةِ لِيَالٍ تَبَاعًا حَتَّىٰ قُبِضَ -

৪৯১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পরিবার কোনোদিন একনাগড়ে দু'দিন পেটপুরে যবের রুটি থেতে পায়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকজন একনাগড়ে তিনিদিন পেট ভরে গমের রুটি থেতে পায়নি।
٤٩٢ - وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ وَاللَّهِ يَا
ابْنَ أَخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظَرُ إِلَى الْهِلَالِ ، ثُمَّ الْهِلَالُ ثَلَاثَةٌ أَهْلَةٌ فِي شَهْرِيْنِ
وَمَا أُوْقِدَ فِي أَبِيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ قُلْتُ يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟
قَالَتْ أَسْوَدُ دَانِ : الْتَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنَ
الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحٌ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْأَبْانِهَا
فَيَسْقِيْنَا - مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

৪৯২. হযরত উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। হযরত আয়েশা (রা) বলতেন, আল্লাহর কসম! হে ভাগ্নে! আমরা একটা নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আর একটা নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আর একটা নতুন চাঁদ দেখতাম, এভাবে দু'মাসে তিন তিন নতুন চাঁদ দেখে ফেলতাম। অথচ এ দীর্ঘ সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো ঘরেই আগুন জ্বালানো হতো না? আমি জিজেস করলাম, হে খালো আশ্মা! তাহলে আপনারা জীবন যাপন করতেন কিরূপে? তিনি বললেন, দু'টি কালো বস্তু-খেজুর আর পানি পান করে জীবন কাটাতাম। তবে হাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকজন আনসার প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁদের কাছে দুঃখবর্তী উটনী ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কিছু দুখ পাঠাতেন। আর তিনি তা আমাদের পান করাতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٩٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَأْةً مَصْلِيَّةً فَدَعَوْهُ فَأَنَّى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ : وَخَرَجَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৯৩. হযরত আবু সাঈদ মাকবুরী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা একটি দলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সামনে তখন ভাজা একটি আস্ত বকরী ছিলো। তারা তাঁকে আহ্বান করলে তিনি তা খেতে অবীকার করলে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, অর্থাৎ তিনি কখনো পেট ভরে যবের রুটি খাননি। (বুখারী)

- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مَرْفَقًا حَتَّى مَاتَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - ৪৯৪

৪৯৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো দস্তরখানে (খানার স্থানে) বসে খাদ্য গ্রহণ করেননি, আর তিনি কখনো চাপাতি রুটি খাননি। (বুখারী)

- وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيًّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ - ৪৯৫

৪৯৫. হযরত নুমান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি তাঁর পেট ভরার জন্যে পুরনো বিনষ্ট খেজুরও পেতেন না। (মুসলিম)

- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَبْلَ لَهُ : هَلْ كَانَ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَنَاخِلٌ؟ قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخَلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقِيلَ لَهُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ : كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَفْخَهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقَى شَرِينَاهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - ৪৯৬

৪৯৬. হযরত সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী বানিয়ে পাঠানো পর থেকে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কখনো চালুনিতে চালা (মিহি) আটার রুটি দেখেননি। তাঁকে জিজেস করা হলো : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কি আপনাদের কাছে কোনো চালুনি ছিলো না? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবুয়ত দিয়ে পাঠানোর পর ওফাতের মাধ্যমে উঠিয়ে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কখনো চালুনির দেখেননি। অতঃপর তাঁকে আবার জিজেস করা হলো, আপনারা চালুনির চালা ছাড়া যব খেতেন কিরুপে? তিনি বললেন, আমরা তো পিশে ফেলতাম এবং ফুঁ দিতাম। যা কিছু উড়ে যাওয়ার থাকতো তা উড়ে যেতো। আর অবশিষ্ট আটা বা ময়দা পানিতে ভিজিয়ে ঠেসে খামীর বানাতাম। (বুখারী)